নন্টে ফন্টে

কালেকশন

৭.৮.৯

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজোর ছুটিতে স্কুল বোর্ডিং য়ে
ঐ কেকের স্টক থেকে গোটা কয়েক গ্যাঁড়াফাই করতে হবে ফন্টে!
কিন্তু কি করে সরাবি।
কেক
আমি ওকে কায়দা করে সরিয়ে আনবো, আর সেই ফাঁকে তুই সটাসট!
দারুণ আইডিয়া নন্টে!
একটু পরে
শুঁইদা! ওখানে তোমাকে কে যেন খুঁজছে।
কই, কেউ নেই তো। ছোঁড়ারা কোন মতলব ভাঁজেনি তো?
ঘরে এসে
যা ভেবেছি ঠিক তাই। ছটা কেক হাওয়া। নিশ্চয় নন্টে ফন্টের কম্ম। আমি সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে এখনি জানাবো।

স্যার! নন্টে আর ফন্টে আমার চোখে ধুলো দিয়ে একটু আগে ছ'টা কেক নিয়ে ভেগেছে।
সেকি!
শিগ্‌গির ওদের দুজনকে ডাকুন। চোখে ধুলো দিয়ে জিনিস নেওয়ার মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা স্যার!
ছেলেদের ঘরে
নন্টে-ফন্টে চলো সুপারিনটেণ্ডেন্টবাবু তোমাদের ডেকেছেন।
তোমরা ওর চোখে ধুলো দিয়েছো কেন?
না স্যার! ধুলো দিইনি তো!
এখনো ওর চোখ লাল হয়ে আছে— আর বলছ ধুলো দিইনি।
সত্যি বলছি স্যার! ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।

ওইবাবু! আপনার
এরা ধুলো
য়েছে তো?
আ-আজ্ঞে হ্যাঁ—তবে না—ঠিক—
কি হ্যাঁ-না-ঠিক বলছেন? কিসের ঠিক?
আমি ওতে অলঙ্কার
করেছিলাম তাই—
চোখে অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলেন? সেটা আবার কেমন জিনিস? তাহলে ধুলো দিয়েছে বলছেন কেন?
চোখে নয় বাক্যে অলঙ্কার প্রয়োগ করে বলেছিলাম যে চোখে ধুলো দিয়েছে— সত্যিকার ধুলো নয়।
সেটা বলবেন তো, তা নয় খালি বাজে ব্যাজর ব্যাজর, যত্ত সব—
আছে, আপনি যান। আর
দের কেক
র ব্যবস্থা
করছি।
কিছুক্ষণ পরে
আমাকে দে!
আমাকেও একটু দিস!
আমাকে!
আমাকে!
ছেলেদের ঘরে এত্তো গোলমাল কিসের!

আমাকে!
আমাকে একটু!
আমাকে!
নিশ্চয়ই কেকের ভাগ নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে।
কি হচ্ছে সব? এতো হট্টগোল কিসের? হাতে ওটা কি?
একটা বই স্যার!
বই! পুজোর ছুটিতে বই পড়ার জন্যে এতো চেঁচামেচি। দেখি কি বই।
বাবু! একজন দেখা করবেন বলে অনেকক্ষণ বসে আছেন।
এই নাও। এই বইয়ের জন্যেই তোমাদের কেক চুরির অপরাধ ক্ষমা করে দিলুম।
ভাগ্যিস কিশোর ভারতী ছিল, নইলে কি হতো বলতো?
যা বলেছিস। কিশোর ভারতীর জন্যেই এবার রেহাই পেলাম।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই যে, কেল্টুদা! তুমি আমার সঙ্গে এই জল পিস্তলের ডুয়েল লড়তে রাজী আছো? নন্টে লড়তে চাইছে না।
এই পিস্তলের জল ছুঁড়ে যে প্রতিপক্ষের মুখ ভিজিয়ে দিতে পারবে সে জিতবে। কি, লড়বে নাকি?
নিশ্চয়ই!
তুই কি ভেবেছিস আমি পিছিয়ে যাবো! দে পিস্তল তোকে নাকানি চোবানি খাইয়ে দি!
তুমি আমারটা নাও কেল্টুদা!
আমি মধ্যস্থতা করছি। থ্রি বললেই দুজনে একসঙ্গে চালাবে।
রেডি- ওয়ান-টু-থ্রি—
ইরক!
ঐ যে হতচ্ছাড়ারা পালাচ্ছে! কৌশলে আমার মুখে কালি লেপন! আজ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে ছাড়বো!

ঐতো একটা স্যারের ঘরে ঢুকছে। নির্ঘাত স্যার ঘরে নেই। এবার কোথায় যাবে চাঁদ! তুমি এবার ফাঁদে পড়েছো!
যা ভেবেছি স্যার ঘরে নেই তাই এখানে ঢুকেছে ঐ তো স্যারের টেবিলের ওপাশে উবু হয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। বোলো মজাটি টের পাওয়াচ্ছি বাছাধন।
হেঃ হেঃ! কষ্ট করে বেঁকে আছিস? এক ঘাএতেই সোজা করে দিচ্ছি।
ওফ!
ইররররক!
গররর!
স্যার! ভুলে...
তোকে আমি শূলে চড়াবো মর্কট কোথাকার!
পিস্তলের জল যে এতোদূর গড়াবে কে জানতো, মাইরি!
যা বলেছিস!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নববর্ষের জন্যে কেক ঘরে আনন্দের জন্যে তুই যে স্পেশাল কেকের অর্ডার দিয়েছিলি কবে দেবে?
আজই দাম দেওয়াই আছে, যাবো আর আনবো।
(সুড়ুৎ) চমৎকার! কেকের সদ্ব্যবহার ঠিকই হবে, শুধুমাত্র পেট বদল হবে।
নন্টে আর ফন্টে আসতে পারে নি। কেকটা আমার কাছে দিয়ে দিতে বলেছে!
এই যে, নিয়ে যাও!
কেকঘর
হিঃ হিঃ! ওরা যখন দেখবে মাল বেপাত্তা, তখন ক্ষেপে একেবারে পাগলা হয়ে যাবে!
তোমরা আসতে পারবে না বলে তোমাদেরই বোর্ডিং-এর একজন কেকটা নিয়ে গেছে।
সে কি!
এ নির্ঘাত কেল্টোর কাজ!
আমাদের জিনিস আমরা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবো।

ওই দ্যাখ! ওটাই নির্ঘাত আমাদের কেক।
কেল্টুদা! কেকটা আমাদের দিয়ে দাও বলছি!
ওঃ! আমাদের কেক, বললেই হলো! কেকে কি তোদের নাম লেখা আছে?
দেখো কেল্টুদা! ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও বলছি।
না দিলে—
কেড়ে নিবি না কি? দেখি তোদের কত্তো —হ্যাঁ—ইয়ে—
কি ব্যাপার? চেঁচিয়ে একেবারে মেছোহাটা করে তুলেছিস যে! তোর হাতে ওটা কি রে কেল্টু?
ইয়ে—নতুন বছরে আপনার জন্যে আমি এই স্পেশাল কেকটা এনেছি, স্যার।
তাই বুঝি? বাঃ! বেশ! কেক আমার খুব—খুব পছন্দ!
দু ঘণ্টা পরে
যে কেকটা আগে নিয়ে এসেছিলো ওটা খারাপ। ওটা খেয়ো না। এই নাও, এইটাই তোমাদের কেক ছিলো।
চমৎকার!
কেল্টু, আমি এই ষষ্ঠ বারের কাজটা সেরে আসি। কোথাও যাবি না। তোর সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।
যে কেকটা খাচ্ছি ভারী সুন্দর, কি বলিস নন্টে?
দারুণ! দারুণ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিছুক্ষণ থেকে একটা গন্ধ আসছে! কিসের বলতো নন্টে?
হ্যাঁ, বেশ মিষ্টি গন্ধ আর কাছ থেকেই আসছে মনে হচ্ছে!
কেল্টুদার ঘর থেকে আসছে রে নন্টে!
চল, ঘরে ঢুকে দেখি ও কি করছে।
ছানাবড়া করছো বলে মনে হচ্ছে যেন কেল্টুদা! নতুন বছরে আমাদের খাওয়াবে বুঝি?
আজ্ঞে না! এ আমি স্যার আর তার বন্ধু হুলোবাবুর জন্যে করছি। খবরদার ওদিকে নুলো বাড়াবি না।
ঠিক আছে, আমরাও তাহলে স্যার আর ওঁর বন্ধুকে ছানাবড়া কিনে এনে খাওয়াবো।
দেখবো কাদেরটা খেয়ে ওঁরা তারিফ করেন।
যে প্ল্যানটা বললুম কি রকম হবে বলতো?
দারুণ জিনিস হবে। শিগগির চল ছানাবড়া কিনে আনি।
আপনার দোকানে নকল ছানাবড়া আছে?
নিশ্চয়! এই যে। আসলকেও হার মানিয়ে দেবে।
দারুণ জিনিস! ছটা দিন।
মাটির পুতুলের দোকান
একটু গ্লিসারিন ঢেলে দিলুম যাতে আরো সত্যিকার রসালো মনে হয়।
এবার এটা নিয়ে কেল্টুর ঘরে যাই।

আমরা তো আর নিজেরা তৈরি করতে পারি নি, তাই কিনেই খাওয়াচ্ছি। জিনিসটা কি রকম বলো তো?
কেনা জিনিস তো ভালো হবেই। ওতে আর বাহাদুরির কি আছে।
কেল্টুদা! তুমি তোমারটা আগে পরিবেশন করবে পরে আমরা।
ওরা আমার ওপর চাল মেরে যাবে তা হতে দেবো না। একটা কিছু মতলব খাটাতে হবে।
বেশ তাই হবে।
সুপারিনটেন বাবুকা বন্ধুলোগ আসিয়েছেন। হাপনাকে বোলাইছেন।
এক্ষুনি যাচ্ছি।
হেঃ হেঃ! আমারটা আগে দিতে বলে ভালোই করেছিস। তবে তারিফটা আর তোরা পেলি না ওটা আমিই পাবো।
বাঃ! দেখতে চমৎকার হয়েছে! নতুন বছরে আমাদের খাওয়াবার জন্যে ও নিজে এইসব ছানাবড়া করেছে। ভারী করিৎকর্মা ছেলে।
সাইজও দেখবার মতো!
বাপরে! ছানার বড়া এতো সাংঘাতিক কড়া!
ইক্!
হতচ্ছাড়া ছুঁচো! ছানারবড়া দিয়ে আজ তোর নড়া ভাঙবো!
ওফ্!
স্যারের কি টিপ রে মাইরি!
বেশ ভালোই লাগছে! কি বলিস নন্টে?
চমৎকার!

নন্টে আর ফন্টে
রায়ণ দেবনাথ
এই যে ফন্টে, এই নাও তোমার চিঠি।
দিন।
মাসীর চিঠি রে নন্টে। আমাকে যেতে লিখেছে আর তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে।
সত্যি?
শুভ যাত্রায় দেরী করে লাভ নেই ফন্টে। চল কালই দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক।
তা আর বলতে। চল স্যারকে বলে ছুটি নিয়ে নি।
এই যে, ফুর্তির প্রাণ যে দেখছি একেবারে গড়ের ময়দান। কি ব্যাপার বল দেখি?
আমরা ভ্রমণে যাচ্ছি কেল্টুদা।
বটে, ভ্রমণে যাচ্ছিস? তা কোথায় যাচ্ছিস? লিলুয়া, না উল্টোডিঙ্গি?
উল্টো সোজা কোন ডিঙ্গিতেই নয়—
আমরা যাচ্ছি মাসী বাড়ি আর এখন যাচ্ছি স্যারের কাছে কয়েকদিনের ছুটির জন্যে।

পরদিন
যাক, স্যার বেশ কয়েক দিনের ছুটি দিয়েছেন। তোর আমার জামা কাপড় সব নিয়েছিস তো? চল এবার তাড়াতাড়ি স্টেশনে পৌঁছই।
হ্যাঁ চল।
একটু পরেই ওরা বেরোবে। যাবার আগে হতচ্ছাড়াদের একটু দৈহিক শক দিয়ে দি
চল, দুগ্গা দুগ্গা!
হ্যাঁচ্চো!
এটা কি হলো কেল্টুদা? হাঁচবার আর সময় পেলে না?
হাঁচির আবার সময় অসময় আছে নাকি? হাঁচি এলো হেঁচে ফেললুম! হেঃ হেঃ
হুঁঃ, যতো ইয়ের মতো কাজ!
একটু দাঁড়িয়ে গেলে হতো না ফন্টে?
দূর, ওর এ মেকানিক্যাল হাঁচির কোন অশুভ ক্ষমতা নেই!
হাঃ হাঃ হাঃ!
কেউ এখানে সাবান আর জল ফেলে রেখেছে!

হাঃ হাঃ — গুপ্!
ওঃ, পিঠটা গেছে রে মাইরি! কোন বেল্লিক এখানে সাবান রেখেছিলো বল্তো?
ঐ যে, আসামী। ওর কৃতকর্মের ফল এখন বল হয়ে বেরোচ্ছে
ওরে বাবারে! আমি যে সাবান গিলে ফেলেছি রে!
হাঃ হাঃ হাঃ!
চলি গো কেল্টুদা।
তুমি এবার যতো খুশী বল ছাড়ো আর খেলা করো।
যাক, এ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেলুম। এবার?
এবারে আর কোন যান বাহন নেই, তাই কেবল পদব্রজে মাইল ছয়েক।
কি বললি? ছ-ছ মাইল হাঁটতে হবে— ওওওওও!
কিরে নন্টে, ভিরমি গেলি নাকি?

ডিরুমি যাওয়াটা কি অন্যায় হলো? এই বুদ্দুরে ছিমাইল রাস্তা হাঁটা কি সাজা?
হেঃ হেঃ তাও তো। আরেকটা কথা তোকে বলিনি।
আবার কি কথা রে?
আমি এর আগে কখনো আসিনি মাইরি: শুধু শুনেছি, এই স্টেশনে নেমে নাকি মাসীদের গ্রাম খোঁচামাপাড়া যেতে হয়।
তাহলে চল পরের ট্রেনে ফিরে যাই।
সে পথও বন্ধ। আজ আর কোন গাড়ি যাবেও না, আসবেও না।
তার চেয়ে চল্ না, নতুন জায়গা আবিষ্কারের মতো আমরা মাসীদের বাড়ি খুঁজে বের করি। আর তাতে বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারও হবে।
তবে তাই চল।
আধঘণ্টা পরে
ঐ একটা ছেলে আসছে। ওকে জিজ্ঞেস করা যাক।
হ্যাঁ ভাই! খোঁচামাপাড়া কোন্‌দিকে হবে বলতে পারো?
হিঁ, ক্যানো পারবুনি! হুই লিলি কোরতিচে, উই উখানে।

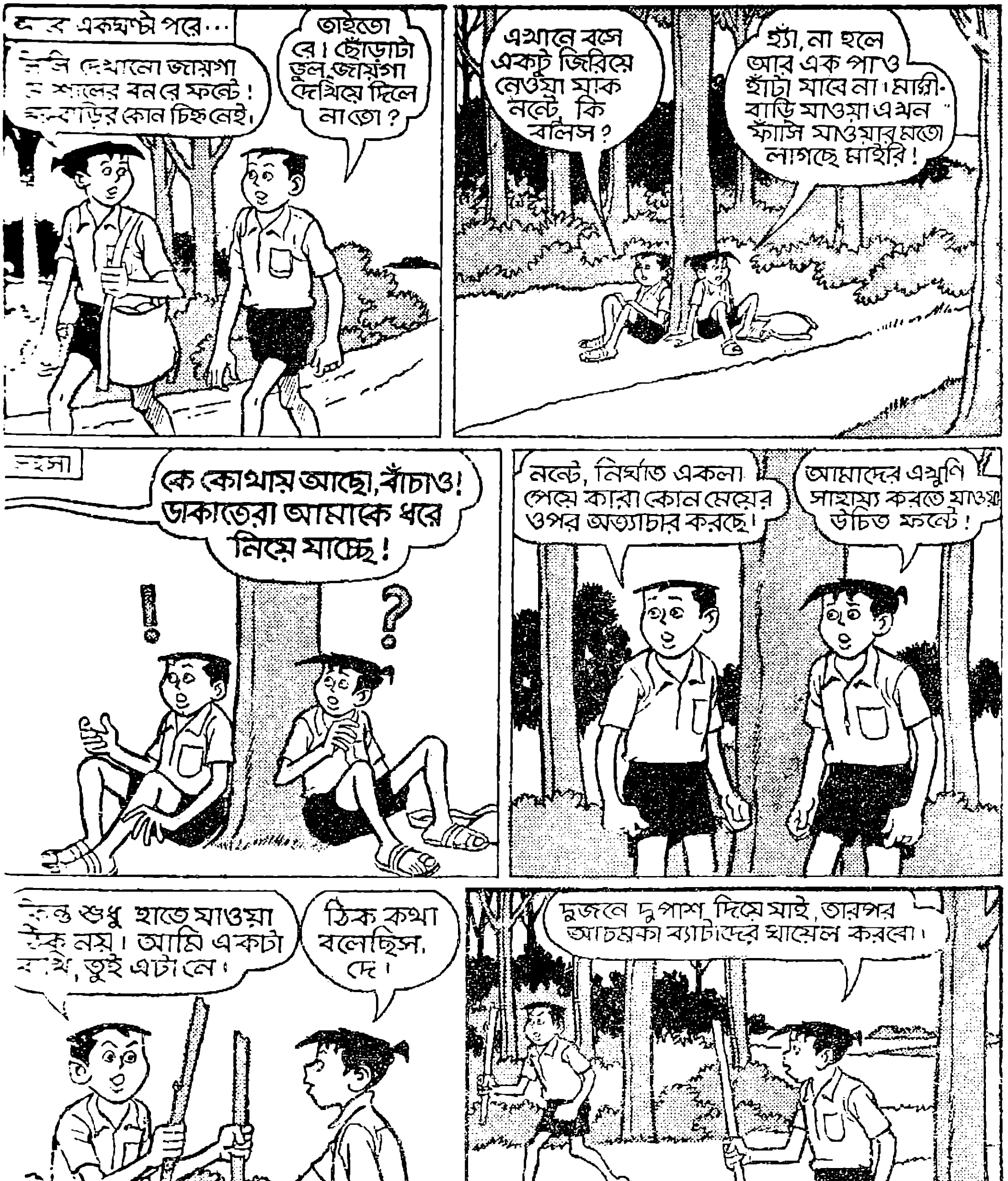
একঘণ্টা পরে…
দেখালো জায়গা শালের বনরে ফন্টে! কোন চিহ্ন নেই।
তাইতো রে। ছোঁড়াটা ভুল জায়গা দেখিয়ে দিলে না তো?
এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক নন্টে, কি বলিস?
হ্যাঁ, না হলে আর এক পাও হাঁটা যাবে না। মাসী-বাড়ি যাওয়া এখন ফাঁসি যাওয়ার মতো লাগছে মাইরি!
সা
কে কোথায় আছো, বাঁচাও! ডাকাতেরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!
!
?
নন্টে, নির্ঘাত একলা পেয়ে কারা কোন মেয়ের ওপর অত্যাচার করছে।
আমাদের এখুনি সাহায্য করতে যাওয়া উচিত ফন্টে!
শুধু হাতে যাওয়া নয়। আমি একটা তুই এটা নে।
ঠিক কথা বলেছিস, দে।
দুজনে দু পাশ দিয়ে যাই, তারপর আচমকা ব্যাটাদের ঘায়েল করবো।

দুজনে মিলে ব্যাটাদের উচিতশিক্ষা দিয়ে দেবো।
কে আছো বাঁচাও! রক্ষা করো!
হাঃ হাঃ হাঃ! এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় কে তোমাকে রক্ষা করবে ললনে!
আমরা রক্ষে করবো! আপনার কোন ভয় নেই দিদিমনি! দু ব্যাটাকে এক্ষুণি কাত করে দিচ্ছি!
ওফ্!
উফ্!
ওরে বাবারে!
আর ঘাবড়াবার কিছু নেই, ব্যাটারা কুপোকাৎ!

ও ট্যাপাবাবু! ও ন্যাপাবাবু! শিগগির বাঁচান! খুন করে ফেললে!
কাট, কাট!
অ্যানেক ব্যাপার রে নন্টে! শুনলি কে যেন বলল কেটে ফেলতে! বোধহয় ঐ মেয়েটিকেই।
ভাই ভয় পেয়ে ওরকম ছুটেছে। শিগগির ওর পেছনে চল। আমরা ওর কোন ক্ষতি হতে দেবো না।
দাঁড়ান দিদিমনি! ছুটবেন না। বুঝতে পারছি আপনার ভীষণ বিপদ! এবার ওদের হাতে পড়লে আর আপনাকে রক্ষা করা যাবে না।
বলি, এসব কি হচ্ছে? অ্যাঁ?
আমাদের দুজন হোঁৎকা ভিলেনকে কোঁৎকা মেরে ঠান্ডা করে নায়িকাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম তো হবার কথা নয়, কিন্তু —
শিগগির ওদের আটকাও। ছোকরা দুটোর মতলব ভালো ঠেকছে না। ওরা নির্ঘাত কোন ছিনতাই পার্টির! নায়িকার কিছু এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমার ছবি 'আঁধারে ঘেরা গ্রাম' আঁধারেই থেকে যাবে।
পাকড়াও, পাকড়াও! ডাকাত! ছিনতাই পার্টি! খুনে। নায়িকা, মানে হিরোয়িন নিয়ে পালাচ্ছে!
কি হইচে বাবু? ছুটোছুটি করতে নেগেচেন ক্যানো? খানিক আগে দেখনু এক দিদিমনির পেছুনে দুটো ছোঁড়া ছুটতেচে।

সাংঘাতিক ব্যাপার মোড়লমশাই! ঐ ছোকরা দুটো দুজন জিলনকে প্রায় খুন করে এ আমার ছবির নায়িকাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে!
ছুটলেই হলো। ইখান থিকে নায়িকা ধরে নে যাবে? কার গদ্দানে কটা মাতা আচে দেকি তো!
বাঁচাও! মেরে ফেললো!
ভয় নেই। দাঁড়ান।
খুন করে পালাচ্ছে! ধর ধর, মার মার!
ফন্টে, দাঁড়া। ব্যাপারটা কেমন উল্টো হয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে ওরা খুনে ডাকাত বলে আমাদেরই ধরতে আসছে। দিদিমণিকে বাঁচানোর বদলে এখন নিজেদের বাঁচাতে জঙ্গলে গা ঢাকা দে,—
তারপর সকালে একমাত্র গাড়িতে বিনা টিকিটে যথাস্থানে ফেরত! এখন মাসীর বাড়ি খোঁজ করার মানেই হলো ফাঁসির দড়ি গলায় পরা।
ঠিক বলেছিস!
পরদিন
কিরে? কাল গিয়ে আজ সকালেই চলে এলি যে? অথচ বলেছিলি যে কিছুদিন থাকবি!
হয়ে-মানে-একটা বিশেষ প্রয়োজনে স্যার—
হ্যাঁ স্যার!
কি এমন প্রয়োজন, যে মাসীবাড়ির তোয়াজ ছেড়ে চলে আসতে হলো—আর তোর মাসীও অমনি তোদের চলে আসতে দিলো? ভাঁওতা লাগাচ্ছিস না তো? একটা খবর দেখে, খেঁটিয়াপাড়ার কাছে সিনেমার শুটিংএর সময় কারা হামলা করেছে।
কোথায়?
এই যে, পড়ে দেখনা।
কি হলো রে?
ইস্!
কিছু না।
দৈনিক জয়ঢাক
খেঁটিয়াপাড়ার কাছে লোমহর্ষক কাণ্ড
চিত্রগ্রহণকালে দুই অভিনেতাকে জঙ্গলে মারধর করিয়া নায়িকা লোপাটের চেষ্টা। শেষে গ্রামবাসীর তাড়ায় দুর্বৃত্তদের পলায়ন।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একটা এই ম্যাজিক-ক্যামেরা তৈরি করে কেল্টোর ছবি তুললে কেমন হয়?
ম্যাজিক ক্যামেরা তৈরি প্রণালী
ঠিক বলেছিস, নন্টে! তাহলে তৈরির সব জিনিস সংগ্রহ করতে হয়।
চল, ওগুলো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি।
আজই সব ঠিক করে ফেলবো।
কাল কেল্টুর ছবি তোলা হবে।
কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। এবার সাটার আর স্পেশাল লেন্সটা ফিট করতে হবে।
চমৎকার হচ্ছে রে মাইরি!
ব্যস! কাজ ফিনিশ।
তোর হাতে ওটা কি বস্তু রে ফন্টে?
ক্যামেরা, কেল্টুদা! দারুণ ছবি ওঠে!
তাই নাকি! আরে, আজই স্যার ফটো তোলার কথা বলছিলেন।

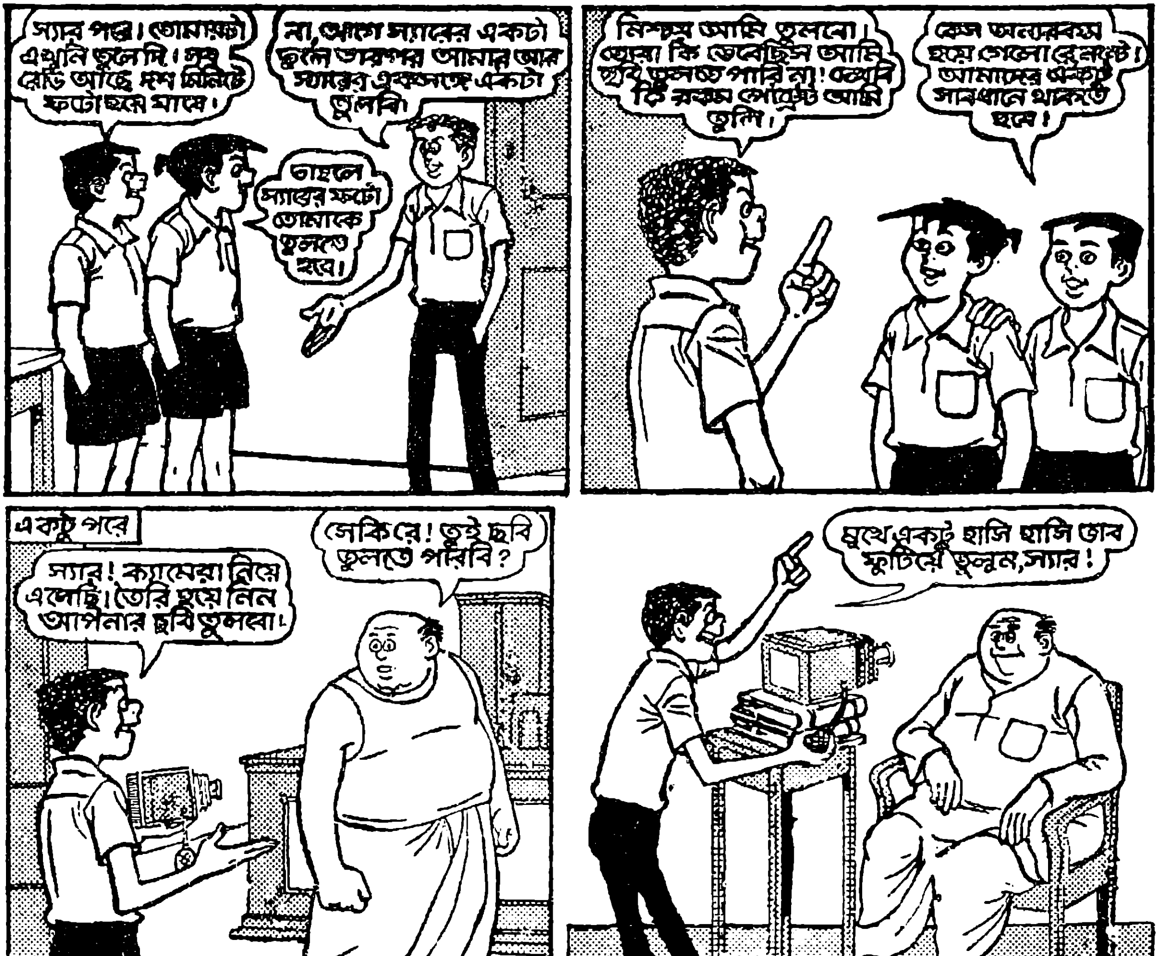
স্যার পরে। তোমারটা এখুনি তুলে দি। সব রেডি আছে দশ মিনিটে ফটো হয়ে যাবে।
না, আগে স্যারের একটা তুলে তারপর আমার আর স্যারের একসঙ্গে একটা তুলবি।
তাহলে স্যারের ফটো তোমাকে তুলতে হবে।
নিশ্চয় আমি তুলবো। তোরা কি ভেবেছিস আমি ছবি তুলতে পারি না! দেখবি কি রকম পোর্ট্রেট আমি তুলি।
কেমন অন্যরকম হয়ে গেলো রে নন্টে! আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে!
একটু পরে
স্যার! ক্যামেরা নিয়ে এসেছি। তৈরি হয়ে নিন আপনার ছবি তুলবো।
সেকি রে! তুই ছবি তুলতে পারবি?
মুখে একটু হাসি হাসি ভাব ফুটিয়ে তুলুন, স্যার!
রেডি, স্যার! ওয়ান-টু-থ্রি— ইরক!
গ্লুপ!
হতভাগা উচ্চিংড়ে! হাতের নাগালে পেলে এই ক্যামেরা তোর মাথায় ভাঙবো!
দেখছি স্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেল্টের মাথা না ভেঙে ফিরবেন না
এতো খেটেখুটে তৈরি ক্যামেরাটা গেলো নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টে বই পত্তর নিয়ে ক্লাশে যাওয়ার সময় কি পরামর্শ করতে করতে যাচ্ছে!
ঠিক হয়েছে! আমি অন্যদিক দিকে দিয়ে ওদের আগে গিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে ওরা কি পরামর্শ আঁটছে তা শুনবার চেষ্টা করি।
ক্লাশ ছুটির পরে বাগানে মালির জিনিসপত্র রাখার ঘরে দেখা করবি। ওখানে একটা খাবারের চুপড়ি লুকিয়ে রেখেছি, দুজনে ভাগ করে খাবো!
কিন্তু
হিঃ হিঃ! ওরা জানে না যে, আমি এই আলমারিটাতে লুকিয়ে আছি, এবং সবই শুনেছি, আর কি করে ওদের মতলব ভেস্তে দেওয়া যায় তাও জানি।
কেল্টোটা ধারে কাছে নেই, সুতরাং এই তালে চুপড়িটা ঘর থেকে বের করে আনি···
ওরে বাবা! ভেতরে কুকুর যে রে!
গোঁওওও!
কুকুর কি করে ঢুকলো বলতো!

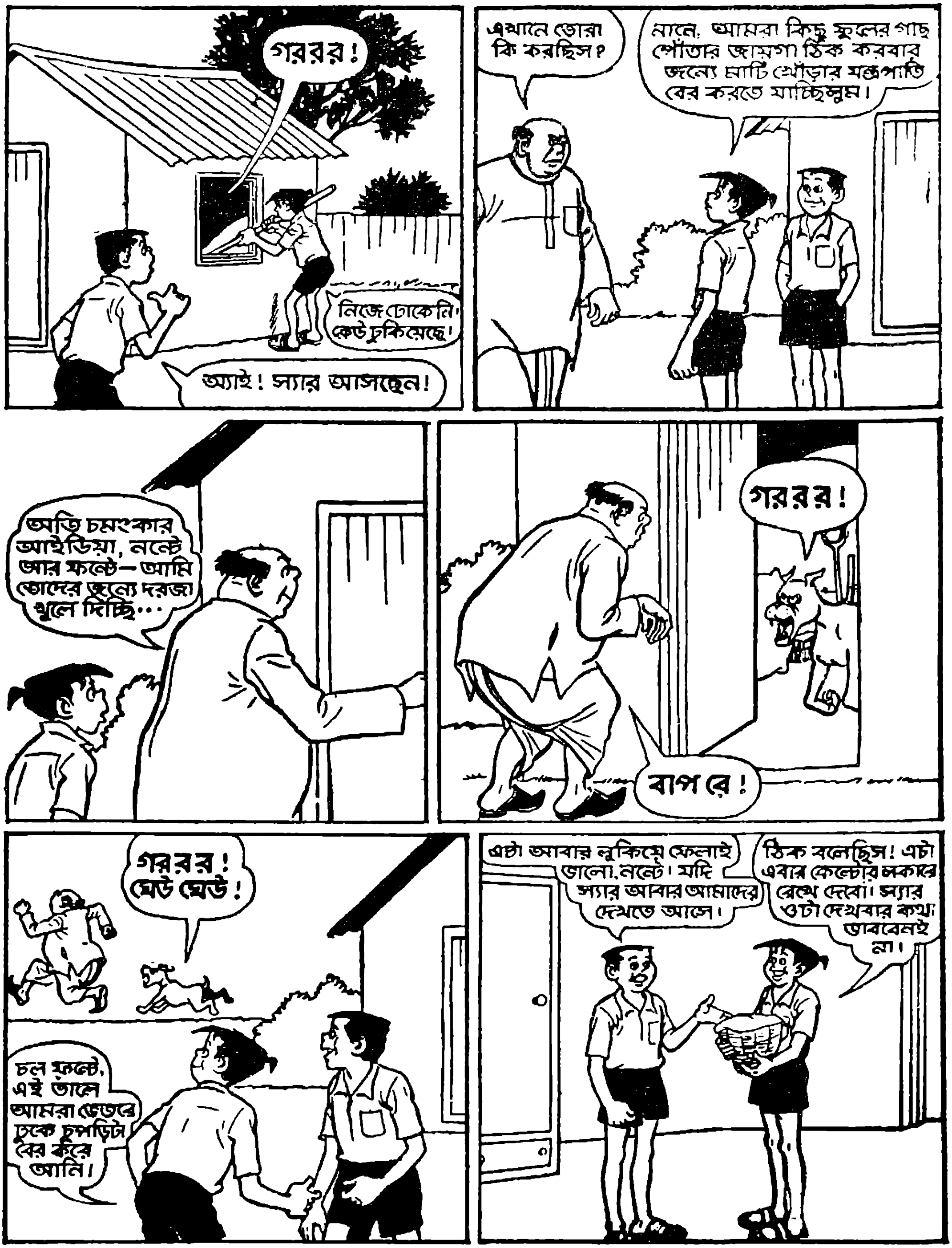
গররর!
নিজে ঢোকেনি। কেউ ঢুকিয়েছে।
অ্যাই! স্যার আসছেন!
এখানে তোরা কি করছিস?
মানে, আমরা কিছু ফুলের গাছ পোঁতার জায়গা ঠিক করবার জন্যে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি বের করতে যাচ্ছিলুম।
অতি চমৎকার আইডিয়া, নন্টে আর ফন্টে— আমি তোদের জন্যে দরজা খুলে দিচ্ছি...
গররর!
বাপ রে!
গররর! ঘেউ ঘেউ!
চল ফন্টে, এই তালে আমরা ভেতরে ঢুকে চুপড়িটা বের করে আনি।
এটা আবার লুকিয়ে ফেলাই ভালো, নন্টে। যদি স্যার আবার আমাদের দেখতে আসে।
ঠিক বলেছিস! এটা এবার কেল্টোর লকারে রেখে দেবো। স্যার ওটা দেখবার কথা ভাববেনই না।

নকার স্কুলতেই
কেল্টুদা, তুমি ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছো! তাহলে কুকুর ঘটিত ব্যাপারের মূলেও তুমি!
আর গোয়েন্দাগিরি করবে?
আরো কয়েকবার ঠুকে দে!
ওউফ! দেখে নেবো তোদের!
ফন্টে, ক্লাশ শেষ হবার পর কমনরুমে চলে আয়। ওখানে বসে চুপি চুপি সাঁটানো যাবে।
শুনতে পেয়েছি। রোসো, কমনরুমে বসে সাঁটানো বের করছি!
আগে কমনরুমে পৌঁছে।
তাড়াতাড়ি স্যার।
এই ওপর দিক খোলা আলমারিটাতে লুকিয়ে থেকে আমরা ওদের সব কথা শুনতে পাবো, আর যখন ওরা চোরাই খাবার খেতে যাবে সেই সময় আপনি একেবারে বামাল সমেত গ্রেপ্তার করতে পারবেন।
ফন্টে, যা এবারে নিয়ে আয়।
ক্লিক্!
লুকিয়ে থাকা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নন্টে আর ফন্টের অভিনয়-খেলা শুরু হলো।
ওরে, দ্যাখ্ মড়াখেকো বেড়ালটা এখানে কোত্থেকে এলো রে ফন্টে।

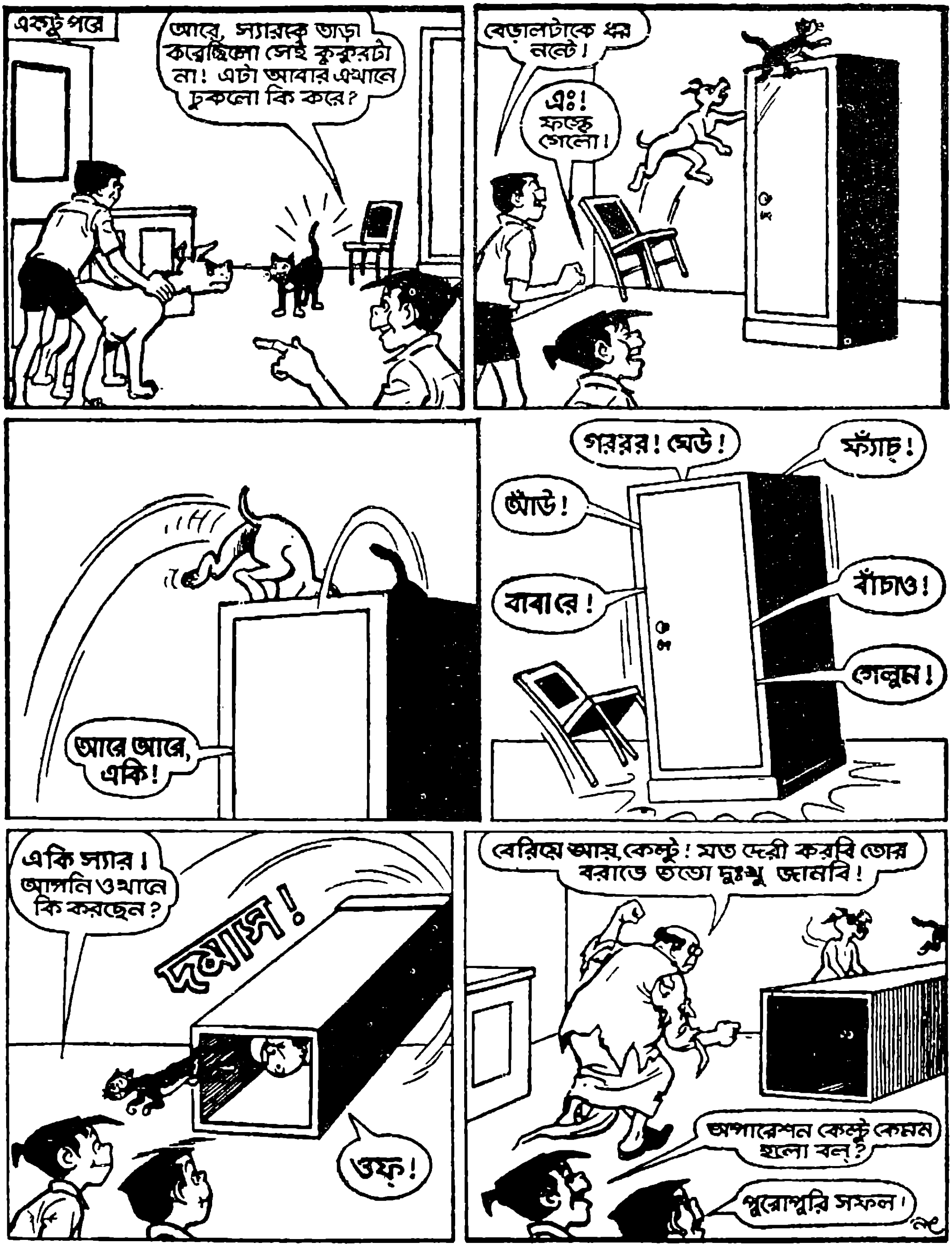
একটু পরে
আরে, স্যারকে তাড়া করেছিলো সেই কুকুরটা না! এটা আবার এখানে ঢুকলো কি করে?
বেড়ালটাকে ধর নন্টে!
এঃ! ফস্কে গেলো!
আরে আরে, একি!
গররর! ঘেউ!
ফ্যাঁচ্!
আঁউ!
বাবারে!
বাঁচাও!
গেলুম!
একি স্যার! আপনি ওখানে কি করছেন?
দড়াম!
উফ্!
বেরিয়ে আয় কেল্টু! যত দেরী করবি তোর বরাতে ততো দুঃখু জানবি!
অপারেশন কেল্টু কেমন হলো বল্?
পুরোপুরি সফল।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এবার আমার জন্মদিনে মামাদের কাছ থেকে এটা আমি উপহার পেয়েছি!
এয়ারগান! দারুণ উপহার পেয়েছিস!
চল ফন্টে! বাইরে গিয়ে নিশানা প্র্যাকটিশ করি।
দুজনে পালা করে প্র্যাকটিশ করবো।
এই যে তোদের — আরে আরে! তোর হাতে ওটা এয়ারগান বলে মনে হচ্ছে যেন!
হ্যাঁ, এয়ারগান। নিশানা প্র্যাকটিশ করতে যাচ্ছি।
হেঃ হেঃ! অনেকদিন থেকে এই শীতকালীন পাখী শিকারের জন্যে একটা বন্দুক খুঁজছিলাম। তোরটা পেয়ে ভালোই হলো।
সকালে নদীর ধারে এখন অনেক হাঁস বক আসে। তোরা কাল সকালে খোঁজ নিয়ে এসে আমাকে ডাকবি তারপর দেখবি পাখী শিকার কাকে বলে! এখন চলি।
কেল্টোর কীর্তি দেখলি? এখন বন্দুকটা ফেরত পেলে বাঁচি।
দাঁড়া, একটা মতলব মাথায় এসেছে! ও সকালে নদীর ধারে পাখী শিকার করবে বলেছে আর স্যারও আজকাল সকালে ঐ দিকে গাড়ু নিয়ে হয়ে করতে যান —

পরদিন সকালে
আজ হাওয়াটা একটু বেশী মনে হচ্ছে!
কেল্টুদা! কাল তুমি বলেছিলে সকালে পাখীর খোঁজ নিতে। শিগগির চলো অনেক পাখী বসেছে। নন্টে ওখানে আছে।
বটে! দাঁড়া তৈরি হয়ে নি।
তোমার টিপ ঠিক আছে তো কেল্টুদা?
চিন্তা করিস না পাখীর মাংস আজ তোদের খাওয়াব।
ঐ দেখো, কেল্টুদা। একটা বসে আছে।
ওটা কি পাখী রে। ঝাপসা আলোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! তবে বেশ বড় সাইজের বক-টক হবে বলে মনে হচ্ছে!
এই একটাতেই সবাইয়ের কুলিয়ে যাবে—
গেছিরে!
ওরে বাবারে! স্যা-স্যার! ভেবেছিলাম পাখী—
আমি পাখী? হতচ্ছাড়া মর্কট! ধরতে পারলে তোর ঐ মুড়ো আমি গাড্ডুর ঘায়ে গুঁড়ো করে দেবো!
চল, ফন্টে! এয়ারগান দিয়ে এবার আমরা নিশানা প্র্যাকটিশ করি।
হ্যাঁ, চল।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একদিন সকালে
কি ব্যাপার! ফন্টে চুপি চুপি রান্নাঘরের পেছনে কি করতে যাচ্ছে!
এবার আমি ফন্টেকে কায়দায় পেয়েছি! আমি এখুনি স্যারকে গিয়ে বলবো যে ফন্টে রেন-পাইপ বেয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে দিয়ে খাবার রাখার ঘরে ঢুকছে!
ঠাকুর, তুমি যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো, সেই ফাঁকে ফন্টে খাবার চুরি করতে ঢুকেছে।
নেহি বাবু! ফন্টুয়া চোরি কোরতে ঘুসে নাই। দরওয়াজা ভিতরসে জ্যাম হইয়ে গেলো ওই কারণ হামি উকে বললো ভিতর যা কর দরওয়াজা খুলো।
ঠাকুরের দেওয়া উপহার। কেল্টোটা যদি দৌড়ে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলে তাহলেই স্যার মনে করবেন আমরা নিশ্চয় খারাপ কিছু করেছি। দাঁড়া, এই রাস্তা ধরেই কেল্টোকে ভালো করে টাইট দিতে হবে।
সেই মতো
ইয়ে, নন্টে, কাল ছাদে একটা ঘুড়ি পড়তে দেখেছি। দেখি, গিয়ে ওটা পাই কিনা।
ছাদে ওঠা তো স্যারের নির্দেশে নিষিদ্ধ।
এইবার তোমাদের বাগে পেয়েছি।

কিন্তু কাল তো কোন ঘুড়ি পড়েনি ফন্টে!
জানি! একথা বললুম এই জন্যে যে ও এখুনি গিয়ে স্যারকে এটা বলবে। কারণ ও জানে যে ছাদে ওঠা বারণ।
হাঃ হাঃ হাঃ। এবার বুঝেছি তোর ফন্দি। তুই এক প্যাঁচে দুজনকেই বন্দী করার মতলব এঁটেছিস।
হুঁ, দ্যাখ না এবার কি ব্যাপার হয়।
স্যার! নন্টে আর ফন্টে আপনার নির্দেশের পরোয়া না করে ঘুড়ি ধরতে ছাদে উঠছে।
বটে! আমার নির্দেশ অমান্য। খবর দিয়ে খুব ভালো করেছিস। এবার ওদের হাতে নাতে ধরবো।
চলে আয় কেল্টু। ওরা নিশ্চয় ছাদে চলে গেছে।
হ্যাঁ, স্যার।
এদিকে আবার বৃষ্টিপাত শুরু হলো।
আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজতে হবে রে কেল্টু— বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে!
ওরা ছাদে নেই আর এই দ্বিতীয়বার তুই আমাকে ভুল খবর দিয়ে চোটালি কেল্টু—
আরে, কেউ দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়েছে!

একি স্যার! আপনারা ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন?
সিঁড়ির দরজাটা ভেতর থেকে আটকে গেছে! তুই শিগগির এসে খুলে দে ফন্টে!
ভাগ্যি আপনারা ভিজে ঢোল হবার আগেই আমি আপনাদের দেখতে পেয়েছিলাম!
পরদিন
বাঘু! শিগগির থাম! খবরদার পিয়নকে তাড়া করবি না!
ঠিক আছে, আমি ওকে ধরে ফেলেছি।
খুব ভালো কাজ করেছো।
মনে হচ্ছে, ও আমাকে পছন্দ করেছে। আমি কি ওকে একটু ঘুরিয়ে আনতে পারি?
নিশ্চয়, তবে সাবধান— ও কিন্তু মোটা মানুষ দেখলেই খেপে যায়!
তুই পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে যা বাঘু।
আমরা পরে তোর কাছে যাচ্ছি।

চমৎকার, বাঘু! তুই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিস!
কিছু পরে
আমি সব সময় চেয়েছি এরকম বড় একটা কুকুর পুষতে, নন্টে!
হায়, কেল্টু কি রকম শুনছে।
?
বেশ তো, এই তো একটা পেয়েছিস, ফন্টে!
স্যারকে লাগাতে গেলো রে।
স্যার, কাছে আসবেন না। ভুঁড়িদার লোক দেখলেই এ খেপে গিয়ে কামড়াতে চায়।
আমাদের বোর্ডিংএর চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো স্যার।
আপনাকে বোধহয় ভড়কি দিচ্ছে স্যার।
আগেই আপনাকে সাবধান করেছিলাম স্যার। আমি ওকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হতচ্ছাড়াটা আমার হাত থেকে চেনটা টেনে ছাড়িয়ে নিলো।
ওওফ! আ-আমার সঙ্গে আমার ঘরে আয় কেল্টু!
আর ভয় নেই। এবার খুব জোরে ওকে ধরে রেখেছি স্যার।
উফ্! আফ্!
... আর এরপর নন্টে আর ফন্টের ব্যাপারে যা বলতে আসবি, কেল্টু, নিশ্চিন্ত হয়ে আগে যা বলছিস তা সঠিক কি না।
চল, বাঘু। তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

নন্টে আর ফন্টে
দেবনাথ
খুব কমেই পাখিটা পেয়ে গেছি। এবার ওকে রাধাকৃষ্ণ বুলি শেখাতে হবে।
কেল্টে! পাখিটাকে রোজ পড়াবার ভার তোর ওপর দিলুম। পারবি তো?
নিশ্চয়ই, স্যার। দেখবেন কি দারুণ তৈরি করি।
একটু পরে
আরে! পাখি কিনেছো নাকি কেল্টুদা?
কথা বলতে পারে কেল্টুদা?
হেঃ হেঃ! কথা বলাবার জন্যেই স্যার এটা আমার কাছে দিয়েছেন।
আমি ট্রেনিং দিলে ওকে সাতদিনেই রাধাকেষ্ট বুলি শিখিয়ে ছাড়তাম, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে তোদের ভালোর জন্যে আমাকে কতো ব্যস্ত থাকতে হয় জানিস তো। তাই এটার ভার আমি তোদের ওপর দিচ্ছি। তোরা দুজনে রোজ ওকে হাজারবার রাধাকেষ্ট নাম শোনাবি।
দেখবি টেপের মতো ও সব তুলে নিয়েছে তখন স্যারকে জানাবি আর আমি যে আবার তোদের ঘাড়ে দিয়েছি এ যেন স্যার জানতে না পারে। যা বললুম তার অন্যথা হলে আর তোদের জন্যে ভালো করতে পারবো না। এখন চললুম।
দেখলি, নন্টে! কি রকম কায়দা করে উড়ো ঝামেলা চাপিয়ে দিয়ে গেলো! এটার সামনে এখন হাজারবার রাধাকেষ্টর নাম কপচাতে হবে।
কেল্টো টেপের মতো বলছিলো না? দাঁড়া একটা মতলব এসেছে।

এক সপ্তাহ পরে
কিরে, কেল্টে! পাখিটাকে ভালো করে পড়াচ্ছিস তো?
কিচ্ছু ভাববেন না স্যার! আর দু'সপ্তাহ বাদেই ওর মুখ দিয়ে হরিনামের বন্যা বইবে
আরো এক সপ্তাহ পরে
কিরে, নন্টে আর ফন্টে! কতদূর এগোল কি?
আর সাতদিনের মধ্যেই ঠিক মত যাবে দেখে হচ্ছে।
তিন সপ্তাহ পরে
শিক্ষা শেষ কেল্টেদা। তোমার দেওয়া শিক্ষা পদ্ধতিতে কি তাড়াতাড়ি শিখেছে। এবার স্যার ওর মুখে হরিনাম শুনতে পাবেন।
বাঃ! এখুনি যাচ্ছি।
এই যে স্যার আপনার পাখি। এবার ওকে জিজ্ঞেস করুন দেখবেন ও হরিনাম শুনিয়ে আপনার দু'কান ভরিয়ে দেবে।
বাঃ! এটাই চাইছিলাম।
বলতো পাখি রাধাকৃষ্ণ।
দূর হতচ্ছাড়া! মোটকা ভুঁড়ো টেকো মুড়ো-কক্!
সবজান্তা মর্কটটা গেলো কোথায়? ডাণ্ডা দিয়ে আজ আমি হতচ্ছাড়াকে ঠাণ্ডা করে ছাড়বো!
যে বুলি ওকে শিখিয়েছি সেই টেপটা আর একবার চালাই।
দুর হতচ্ছাড়া মোট-
বন্ধ করে দে। কেউ শুনে ফেলবে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দুজনে একটু বল খেলে নি। কেল্টো এসে গেলেই তো ঝামেলা!
BUS STOP
যা বলেছিস নন্টে! আবার কখন কি বায়না নিয়ে হাজির হবে!
মরেছে! নাম করতে না করতেই কেল্টো কি সব নিয়ে আসছে রে মাইরি!
অ্যাই, খেলা বন্ধ করো! স্যার আমাকে বলেছেন তোদের দিয়ে কার্পেট বোনাতে।
বোনা হলে আমার ঘরে পাতবো
এই জিনিসটাকে আমরা হটিয়ে দি — আমাদের কাজের জন্যে এখন জায়গার দরকার!
BUS STOP
তুমি কাউকে লাগিয়েছো কেল্টুদা!
আমি কাউকে লাগাইনি ঐ অস্থায়ী বাস থামিবেটাই লাগিয়েছে।
বাপরে!
ঠিক আছে চ্যাঁচানি থেমেছে, এবারে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।
ফন্টে, চল সুড়ুৎ করে সরে পড়ি!
তোরা যেন কোন কিছু জিনিসের কথা ভুলে গেছিস মনে হচ্ছে?

হেঃ হেঃ! কেন মিছিমিছি স্যারের কোপে পড়ে যাবি! এ হচ্ছে তাঁরই নির্দেশে তোদের হাতের কাজের পরীক্ষা!
এ যে দেখছি আচমকা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো!
হ্যাঁ তোমাদের বল যদি বাঁচাতে চাও— তবে বৃষ্টি থেকে আমার কার্পেটি বাঁচাও!
যাক্, বৃষ্টি থেমে গেছে! এবার আমি তোদের কাজ পরিদর্শন করবো!
হাত তুলে নে নন্টে!
গোলে বল মারার থেকে গোলপোস্টে মারতেই বেশী মজা লাগছে মাইরি!
এ'বার আমার পালা ফন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টে, (উঁহুঃ) স্যারের পার্টির জন্যে ইয়া বড় বড় সন্দেশ রসগোল্লা, দৈও আছে! আয় আমরা ওখেকে কিছু মাল সরিয়ে ফেলি।
এসব কি বলছো কেল্টুদা! জিনিসের ঘাটতি হলে স্যারের সম্মান হানি ঘটবে। এসব আমরা করতে পারবো না।
এসব করতে পারবো না, যেন কত্তো সাধু। তোরা তাহলে আমার সঙ্গে করবি না?
না কেল্টুদা করবো না। বরঞ্চ তোমার মতলবের কথা স্যারের কাছে ফাঁস করে দেবো।
কি বললি? ভালো কথা বলতে গেলুম আর আমাকেই কিনা শাসানি? আচ্ছা এর ফল দেখতে পাবি।
কেল্টোটা স্যারকে কি বলছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।
সার্শিটা বন্ধ বলে শব্দ বাইরে আসছে না।
তুই ঠিক বলছিস কেল্টু। যে, ওরা এই মতলব করেছে?
হ্যাঁ স্যার, আমি স্বকর্ণে শুনেছি। আপনি আচমকা ওদের ঘরে একসময় হানা দেবেন তখন দেখবেন।
নন্টে আর ফন্টের ঘরে
সাধু সাজার ফল এবার বেরিয়ে যাবে। এই পেয়েছি এটা দিয়েই ওদের মোক্ষম প্যাঁচে ফেলবো।

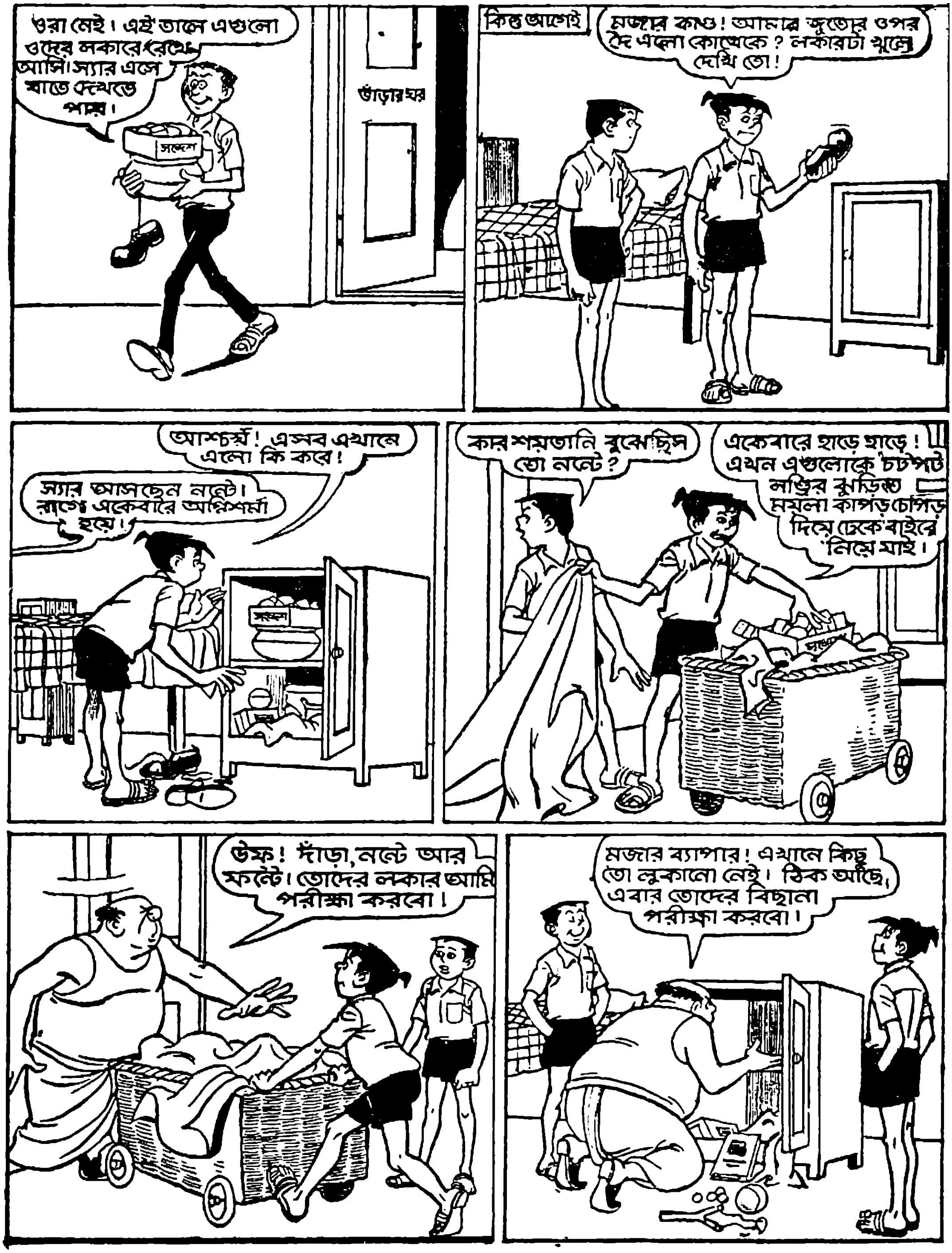
ওরা নেই। এই তালে এগুলো ওদের লকারে রেখে আসি। স্যার এসে যাতে দেখতে পান।
সন্দেশ
ভাঁড়ার ঘর
কিন্তু আগেই
মজার কাণ্ড! আমার জুতোর ওপর দৈ এলো কোত্থেকে? লকারটা খুলে দেখি তো!
আশ্চর্য্য! এসব এখানে এলো কি করে!
স্যার আসছেন নন্টে। রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে।
কার শয়তানি বুঝেছিস তো নন্টে?
একেবারে হাড়ে হাড়ে! এখন এগুলোকে চটপট লণ্ড্রির ঝুড়িতে ময়লা কাপড়চোপড় দিয়ে ঢেকে বাইরে নিয়ে যাই।
উফ! দাঁড়া, নন্টে আর ফন্টে। তোদের লকার আমি পরীক্ষা করবো।
মজার ব্যাপার! এখানে কিছু তো লুকানো নেই। ঠিক আছে, এবার তোদের বিছানা পরীক্ষা করবো।

এবং
আঃহা! এই তো একটা সন্দেশ রয়েছে মনে হচ্ছে যেন?
না স্যার, ওটা সন্দেশ নয় শোনপাপড়ি। কয়েক দিন আগের কেনা।
চুরি যাওয়া সমস্ত মালটা ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত শাস্তি স্থগিত থাকলো। নন্টে আর ফন্টে, আমি আশা করবো বিকেলের আগে তোরা ওগুলো আমাকে ফেরৎ দিবি।
প্ল্যানটাকে হতভাগারা কাঁচিয়ে দিলে। এগুলো রেখে দিয়েছিলুম আয়েস করে সাঁটাবো বলে, কিন্তু এগুলো কাজে লাগাবার আরো একটা ভালো মতলব এসেছে।
সুপারিনটেণ্ডেন্ট
হিঃ হিঃ! এইবার বাছাধনদের সুন্দর আর সঠিক ভাবে ফাঁদে ফেলবার ব্যবস্থা করেছি!
ওফ্!
তুমি কানা নাকি কেল্টুদা? কোথায় যাচ্ছো দেখে যাচ্ছো না?
আমি ইচ্ছে করেই ধাক্কা লাগিয়েছি ফন্টে। ওর রুমালটা নেওয়ার জন্যে আর সেটা পেয়েছি!

একটু পরে
ইস্! কি সাংঘাতিক ব্যাপার!
এঃ! চেয়ারের নীচে রসগোল্লা রেখে গেছে!
নন্টে আর ফন্টে, এবার তোদের সাহস মাত্রা ছাড়িয়েছে দেখছি. পিঠ পেতে দাঁড়া, একটু নাড়া দিয়ে দি।
থামেন বাবু! নান্টু আউর ফান্টুবাবুকো ঠেঙাইবেন না। ওনারা মিঠাই চোরি কোরেন নাই!
যো মিঠাই লোপাট করিয়েছে, ওহি এই রুমালটো ফেলাইয়ে গিয়েছে!
আরে, এটা তো কেল্টুদার রুমাল!
বটে!
শুনেছিস ফন্টে, এবার শার্সি ভেদ করেই শব্দ আসছে!
এত্তো জোরে যে, এখন আবার তোর কথাই ভালো শুনতে পাচ্ছি না!
ওঃ! গেলুম! উঃ! আঃ! এবারে মরেই যাবো স্যার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঘাটশিলায়
বুঝলি ফন্টে! এ জায়গাটা সত্যিই চমৎকার!
ঠিকই বলেছিস! চল্ ঐ দিকটাও একটু ঘুরে দেখে আসি।
সহসা
এই ফন্টে! অসিতবরণ ঘিরা!
কি যা তা বকছিস! ইন্দ্রজিৎ রায় তো কবেই ওকে ফাটকে পুরেছে!
ওই দ্যাখ, পাথরের ওপর বসে আছে!
তাই তো রে নন্টে! এ যে সেই খুনী দস্যু ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
নির্ঘাৎ জেল ভেঙে পালিয়ে কোন মতলব নিয়ে আবার এই ঘাটশিলায় এসেছে!
তুই শীগগির পুলিশ ডেকে নিয়ে আয়, আমি ওকে আটকে রাখছি।
আপনার সেতার সঙ্গে আনেন নি?
এই ছোঁড়া বলে কি!

কে তুমি? কি নাম, কোথায় থাকো? সেতারের কথা বলছো কেন? তোমাকে চোরাই চালান দলের ছেলে বলে মনে হচ্ছে?
মরেছে! এ যে উল্টে জেরা করে আমাকেই ফ্যাসাদে ফেলতে চাইছে!
ওদিকে নন্টে
শীগগির চলুন স্যার! সাংঘাতিক খুনী! জেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে। আমার বন্ধু ফন্টে তাকে আটকে রেখেছে!
বটে! আচ্ছা চলতো দেখি!
এ কী স্যার! আপনি এখানে!
না না, স্যার-টর নন— উনি ভয়ঙ্কর খুনী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! এখানেই তো খুন করে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিলেন!
শীগগির ওকে আটক করুন!
তোমরা ভুল করেছো। ইনি, ব্ল্যাক রেড কোন ডায়মণ্ডই নন।
ত-তবে ইনি কে?
ইনি হলেন গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার নিধুরাম বসাক! একটা চোরাই চালানদার দলের সন্ধানে এখানে এসেছেন!
হাঃ হাঃ হাঃ!
অ্যাঁ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চল ফন্টে, এবারে যাওয়া যাক।
হ্যাঁ, চল! নেলো আমাদের সেই পিকনিকের জায়গাতেই থাকবে।
কেল্টোর শকুনিমার্কা চোখকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।
যা বলেছিস মাইরি! ও থাকলে একাই সব সাবড়ে দিতো।
এই দড়ি আর হুক দিয়ে টুক করে কাজ হাসিল করা যাবে।
হেঃ হেঃ! এই ঝুড়ির খাবার এবার আমার ভুঁড়িতে ঢুকবে।
কেল্টুদা আমাদের খাবারের ঝুড়ি ছিনতাই করে নিচ্ছে রে নন্টে!
অ্যাই কেল্টুদা! আমাদের খাবারের ঝুড়ি ফিরিয়ে দাও বলছি!
ওরা রাস্তার মোড় ঘুরে আসার আগেই আমি চোখের আড়ালে চলে যাবো।

হোঁক্‌স্‌!
কোথায় যাচ্ছিস তা না জেনেই অন্ধের মতো ছুটছিস যে রে, অ্যাঁ! উঠে দাঁড়া সব, পিটিয়ে চোখ সারিয়ে দি!
কি-কিন্তু, স্যার...
সহসা
দেখুন, স্যার ঐ যে সেই চোরটা যাকে আমরা তাড়া করেছিলাম— এখন কালো চাদর ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছে!
কি সর্বনাশ! শিগগির পাজিটাকে তোরা পাকড়াও কর!
এই যে, স্যার, এখুনি পাকড়াও করছি! ফন্টে, নেনো, ধর্ ছুঁচোটাকে!
ধরেছি!.... না ছিঁচকেটা চাদর ফেলে পালালো — কিন্তু আমাদের খাবারের ঝুড়িটা ফেলে গেছে!
ধরে রাখতে পারলাম না স্যার, চাদর ফেলে পালালো!
ঠিক আছে, তোরা যথেষ্ট করেছিস। তোদের আর মারবো না।
ঝুড়িটা ভালো করে ঢেকে রাখিস নন্টে!

বরাত জোরে ঠ্যাঙানির হাত থেকে রেহাই আর এটা ফেরত পেয়েছি মাইরি!
ছিঁচকেটাকে আচ্ছা করে একদিন ঝাড়পোঁছ করতে হবে।
ওদিকে কেল্টু
স্যারকে দেখে চাদর খুইয়ে সরে পড়তে হলো না হলে ফাইট দিয়ে ওদের টাইট করে ছেড়ে দিতাম। মাঝখান থেকে খাটুনিটাই মাঠে মারা গেলো।
দূর ছাই! খানিকটা চক্কর মেরে বিশুদ্ধ হাওয়া খেয়ে যাই।
কিছুদূর এগোবার পর
কে রে বাবা! পাগল নাকি! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে! আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে যেতো!
পরমুহূর্তে
ওফ্‌স্‌!
উফ্‌!
কানা নাকি? দেখে ছুটতে পারেন না — আরে! আপনি তো শ্রীচন্দ্রকালী—
—দাস সাহিত্যশ্রী। কিন্তু তোমার জন্যে এই বিশ্রী ব্যাপারটা সংঘটিত হওয়ার সুযোগে আঁধার মণি ফসকে গেলো!

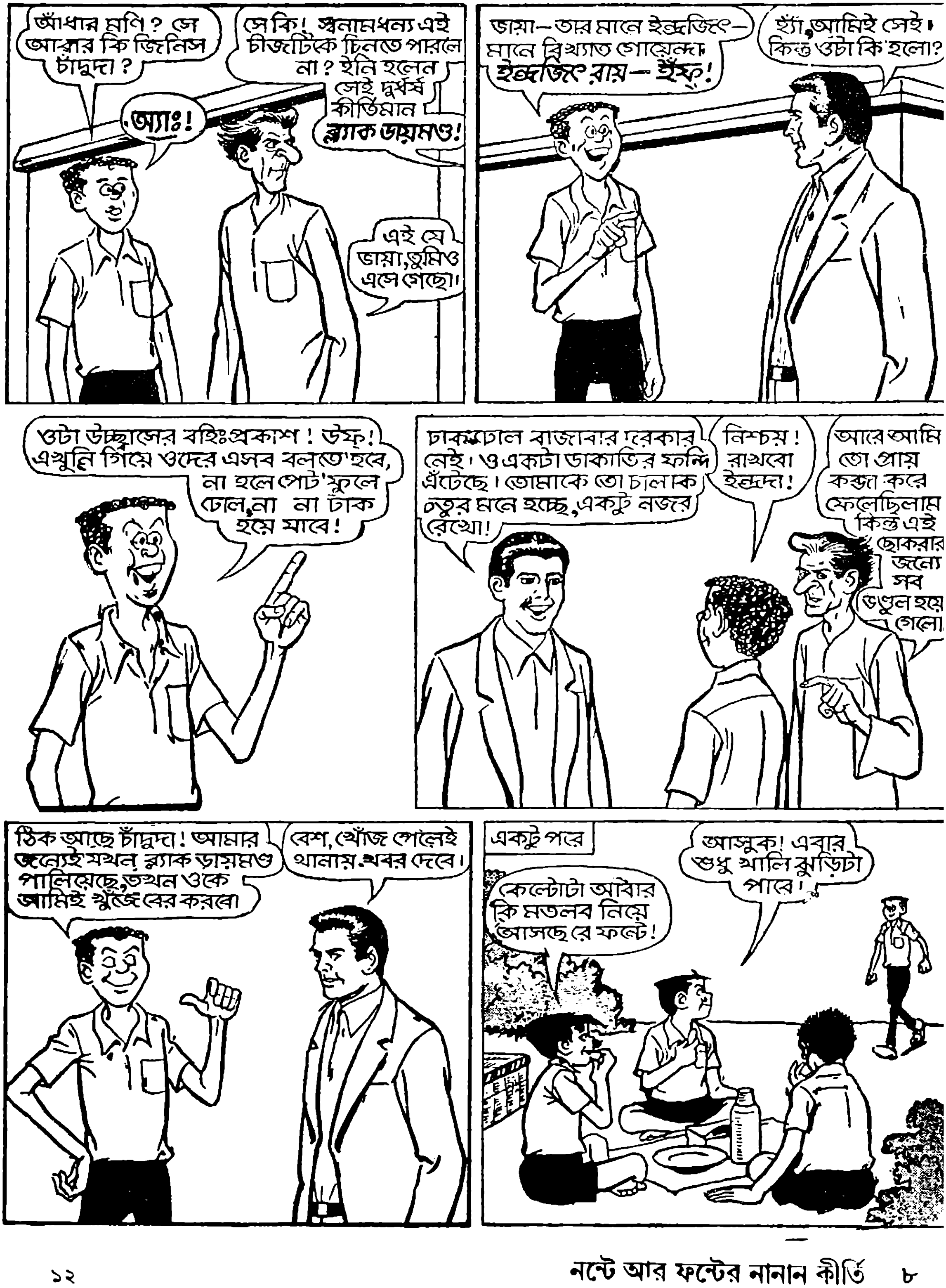
আঁধার মণি? সে আবার কি জিনিস চাঁদুদা?
সে কি! স্বনামধন্য এই চীজটিকে চিনতে পারলে না? ইনি হলেন সেই দুর্ধর্ষ কীর্তিমান ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
অ্যাঃ!
এই যে ভায়া, তুমিও এসে গেছো।
ভায়া—তার মানে ইন্দ্রজিৎ—মানে বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়—ইঁফ্!
হ্যাঁ, আমিই সেই। কিন্তু ওটা কি হলো?
ওটা উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ! উফ্! এখুনি গিয়ে ওদের এসব বলতে হবে, না হলে পেট ফুলে ঢোল, না না ঢাক হয়ে যাবে!
ঢাকঢোল বাজাবার দরকার নেই। ও একটা ডাকাতির ফন্দি এঁটেছে। তোমাকে তো চালাক চতুর মনে হচ্ছে, একটু নজরে রেখো!
নিশ্চয়! রাখবো ইন্দ্রদা!
আরে আমি তো প্রায় কব্জা করে ফেলেছিলাম কিন্তু এই ছোকরার জন্যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেলো।
ঠিক আছে চাঁদুদা! আমার জন্যেই যখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড পালিয়েছে, তখন ওকে আমিই খুঁজে বের করবো।
বেশ, খোঁজ পেলেই থানায় খবর দেবে।
একটু পরে
কেল্টোটা আবার কি মতলব নিয়ে আসছে রে ফন্টে!
আসুক! এবার শুধু খালি ঝুড়িটা পাবে!

এই যে কেল্টুদা! আর কিচ্ছু নেই, সব শেষ।
আরে রেখে দে তোদের এঁদো পিকনিকের ছেঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছে না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ দিয়ে শুরু। তারপর—
চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষই বা হলো কেন?
আরে সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আঁধার মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি।
এই রে! কেল্টুদা হেঁয়ালি দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আঁধার মণি, খোলতাই করে বলো দিকিনি, এরা কে?
হেঁয়ালি নয় বৎস। চাঁদুদা হলেন চন্দ্রকালী দাস, সাহিত্যপ্রী, আঁধার মণি হচ্ছেন শয়তানের শিরোমণি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
বলো কি কেল্টুদা! তুমি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?
দেখেছি, মানে? একগাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাকের ডগা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। অবশ্য তখন ওর পরিচয় জানি না। ওকে তাড়া করে ছুটে আসছিলেন চাঁদুদা। তার পেছনেই ইন্দ্রজিৎ রায়। সেই সময় বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার মুখোমুখি ঠক্কর, ব্যস, দুজনেই চিৎপাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালা পগার পার। পরে জেনেছি, ওই হচ্ছে ছদ্মবেশী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালাবার সুযোগ পেলো বলে ইন্দ্রদাকে কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।
এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রেস্টিজ বাড়বে।
নিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেল্টুদা!
একটু পরে
নন্টে, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!
চল তো শুনি তোর আইডিয়া ফন্টে!

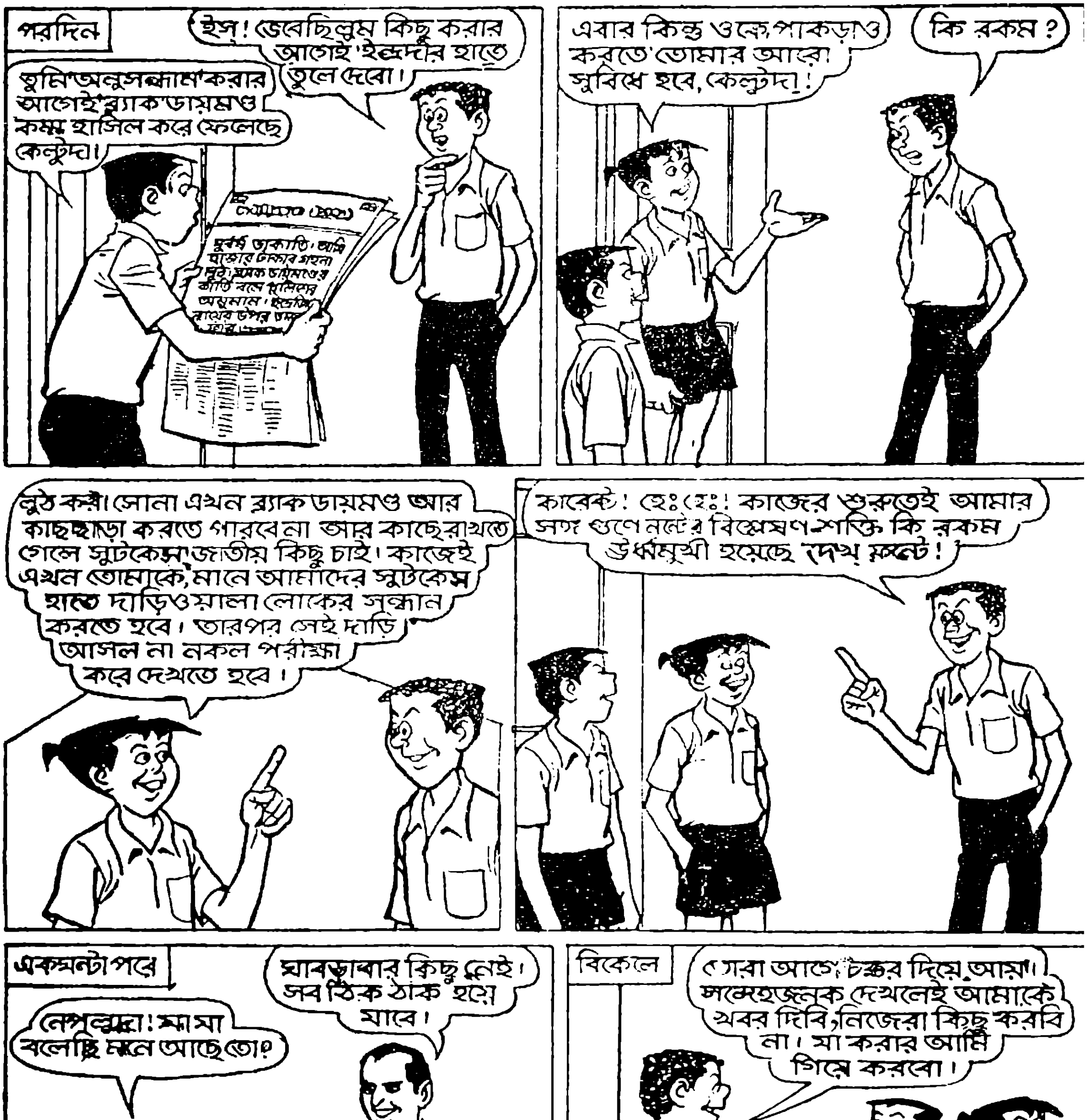
পরদিন
তুমি 'অনুসন্ধান' করার আগেই 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড' কম্ম হাসিল করে ফেলেছে কেল্টুদা।
ইস্! ভেবেছিলুম কিছু করার আগেই 'ইন্দ্রদা'র হাতে তুলে দেবো।
এবার কিন্তু ওকে পাকড়াও করতে তোমার আরো সুবিধে হবে, কেল্টুদা!
কি রকম?
লুঠ করা সোনা এখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আর কাছছাড়া করতে পারবে না আর কাছে রাখতে গেলে সুটকেস জাতীয় কিছু চাই। কাজেই এখন তোমাকে, মানে আমাদের সুটকেস হাতে দাড়িওয়ালা লোকের সন্ধান করতে হবে। তারপর সেই দাড়ি আসল না নকল পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
কারেক্ট! হেঃ হেঃ! কাজের শুরুতেই আমার সঙ্গ গুণে নন্টের বিশ্লেষণ-শক্তি কি রকম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে দেখ্ ফন্টে!
একঘন্টা পরে
নেপুদা! যা যা বলেছি মনে আছে তো?
ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।
বিকেলে
তোরা আগে চক্কর দিয়ে আয়। সন্দেহজনক দেখলেই আমাকে খবর দিবি, নিজেরা কিছু করবি না। যা করার আমি গিয়ে করবো।
সে তো একশোবার কেল্টুদা!

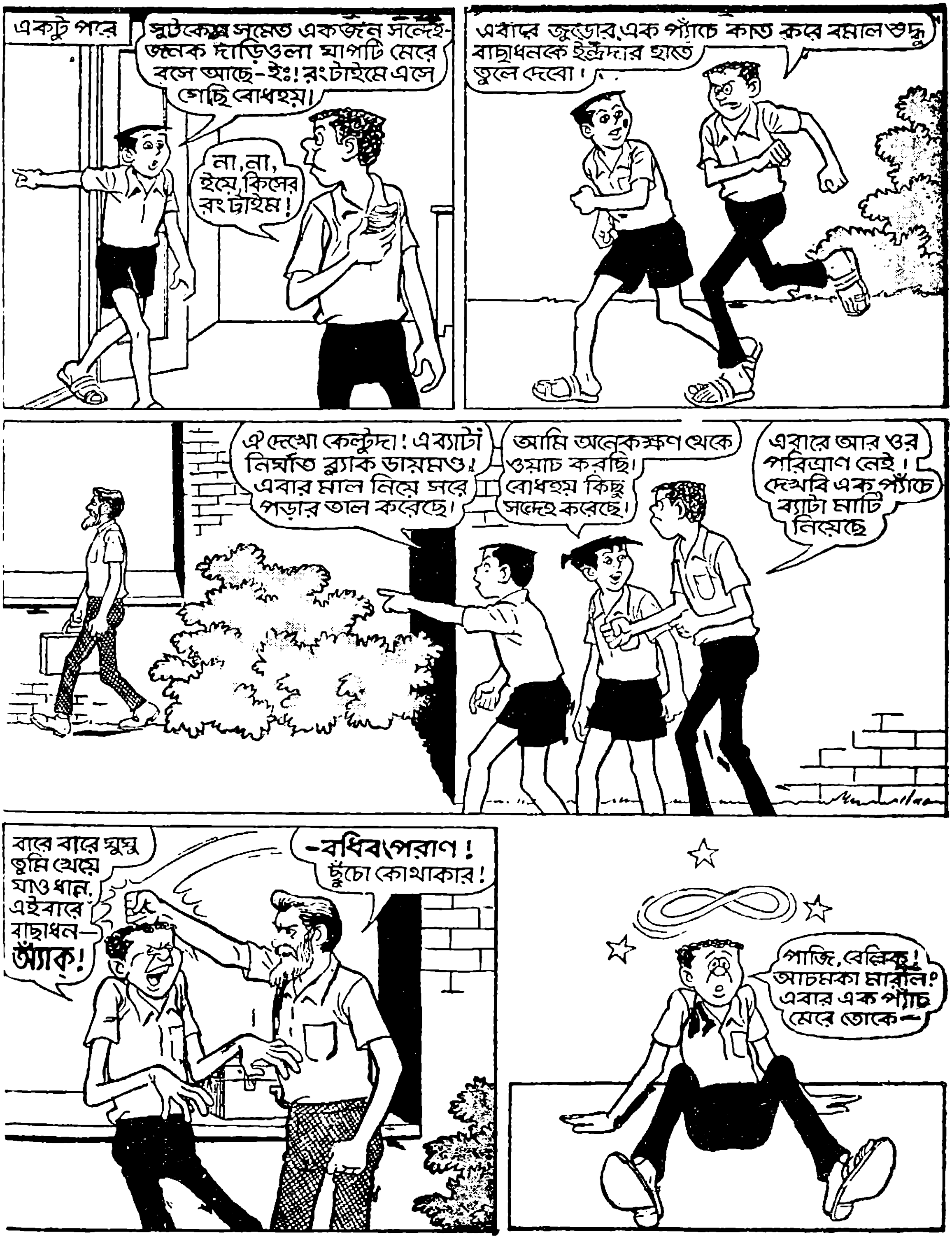
একটু পরে
সুটকেস্ সমেত একজন সন্দেহ-জনক দাড়িওলা ঘাপটি মেরে বসে আছে—ইঃ! রংটাইমে এসে গেছি বোধহয়!
না,না, ইয়ে, কিসের রংটাইম!
এবারে জুডোর এক প্যাঁচে কাত করে বমালশুদ্ধু বাছাধনকে ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো।
ঐ দেখো কেল্টুদা! এ ব্যাটা নির্ঘাত ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! এবার মাল নিয়ে সরে পড়ার তাল করেছে।
আমি অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ করছি। বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে।
এবারে আর ওর পরিত্রাণ নেই। দেখবি এক প্যাঁচে ব্যাটা মাটি নিয়েছে
বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে বাছাধন— অ্যাক!
—বধিব পরাণ! ছুঁচো কোথাকার!
পাজি, বেল্লিক! আচমকা মারলি? এবার এক প্যাঁচ মেরে তোকে—

আর প্যাঁচ মারতে হবে না, কেল্টুদা! সে পালিয়েছে।
তবে সুটকেসটা নিয়ে যেতে পারে নি।
নিতে পারেনি তো?
জানি পারবে না। ব্যাটা ভীরু কাপুরুষ! প্রাণের ভয়ে বমাল ফেলে পালিয়েছে। এখন এই লুটের গয়নাগুলোই ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো। এখন একবার দেখি সুটকেসের মধ্যে কি কি জিনিস আছে!
এই ভীতুটার ভয়ে সবাই এতো তটস্থ! ক্রিমিন্যালটা পালিয়ে বাঁচলো, না হলে এক ঘুঁষিতে ওর থুতনিটা—
উড়িয়ে— হ্যাঁকস্!
খটাস!
কেল্টুদার সার্টিফিকেট।
ওরে ছুঁচো, কেল্টু! দ্বিতীয়বার তোর গায়ে হাত দিতে ঘেন্না হওয়ায় যান্ত্রিক চাঁটি মেরে তোর ডাঁট ভেঙে দিলুম।
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড (দু নম্বরী)
ওটা বোধহয় নেপলুদার বাড়তি সংযোজন।
নেপলুদার তৈরি মেকানিকাল কিক দারুণ হয়েছে, কি বলিস নন্টে?
অপূর্ব!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ দোল। কেল্টুদাকে রঙএ চুবিয়ে ভূত বানিয়ে ছেড়ে দেবো!
ঠিক বলেছিস ফন্টে।
তুই ওকে যে ভাবে হোক আটকাবি আর আমি রংএর বালতি ওর মাথায় ঢালবো।
কোন চিন্তা নেই, আমি সে ব্যবস্থা করে দেবো।
এই আধুলিটা হচ্ছে টোপ। এটা তুলতে সেই ও নীচু হবে, তুই ওর গায়ে রংএর বালতি খালি করে দিবি।
চমৎকার!
ওদিকে কেল্টু
হিঃ হিঃ! নন্টে আর ফন্টেটার মুখে আজ তেলকালি মাখাবো। তুলতে মুখের চামড়া উঠে যাবে।
দুটোকে দেখতে পেলেই আচমকা লাগিয়ে দেবো — আরে, ওখানে কি একটা চকচক করছে!
চারে মাছ আসছে রে নন্টে!
আঃহা! এযে অস্তে একটা পঞ্চাশ পয়সা — উলপ্স্!
হোলি হায়!

এটা আমাদের, কেল্টুদা! তোমাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার জন্যে ওখানে রেখেছিলাম।
গিয়ে দেখে আসি ছেলেরা কোন অপ্রীতিকর কিছু ঘটাচ্ছে কিনা।
চল, এ পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে থাকি।
বটে, তার আগেই আমি দেয়ালের ধারে ঘাপটি মেরে থাকি।
মরেছে! সামনে স্যার যাচ্ছে রে ফন্টে!
ভালোই হয়েছে। স্যারের পেছনে পেছনে গেলে কেল্টো রং লাগাতে পারবে না।
হিঃ হিঃ! বাছাধনেরা মুখে তেলকালি মাখার জন্যে গুটি গুটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে।
এবার যাবে কোথায়? এসো চাঁদবদনকে অমাবস্যায় ঢেকে দি— আঁই!
স্যার, আমি বুঝতে পারিনি যে—
ধরতে পারলে সেইটাই তোকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবো মর্কট!

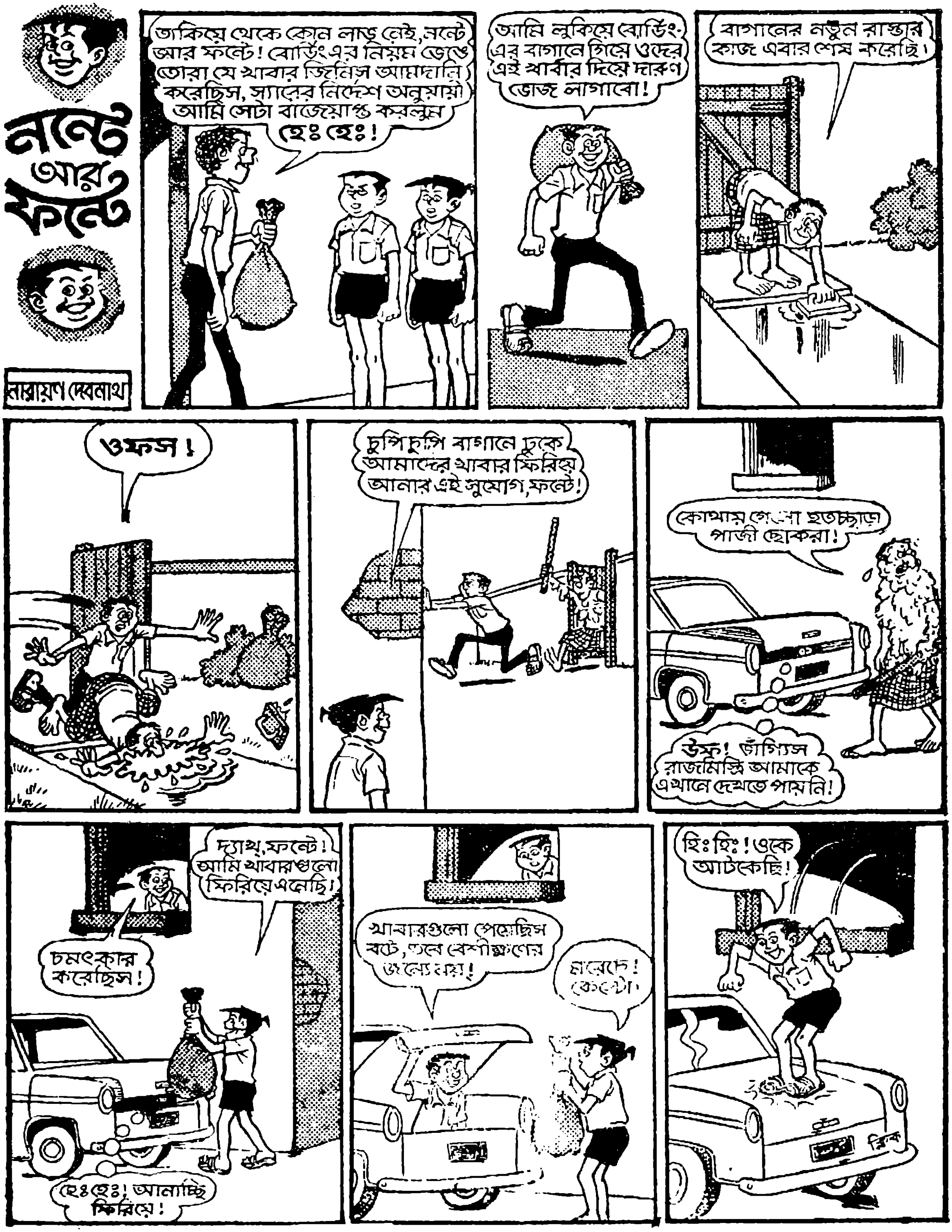
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
তাকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই, নন্টে আর ফন্টে! বোর্ডিং-এর নিয়ম ভেঙে তোরা যে খাবার জিনিস আমদানি করেছিস, স্যারের নির্দেশ অনুযায়ী আমি সেটা বাজেয়াপ্ত করলুম হেঃ হেঃ!
আমি লুকিয়ে বোর্ডিং-এর বাগানে গিয়ে ওদের এই খাবার দিয়ে দারুণ ভোজ লাগাবো!
বাগানের নতুন রাস্তার কাজ এবার শেষ করেছি।
ওফস!
চুপিচুপি বাগানে ঢুকে আমাদের খাবার ফিরিয়ে আনার এই সুযোগ, ফন্টে!
কোথায় গেলো হতচ্ছাড়া পাজী ছোকরা!
উফ! ভাগ্যিস রাজমিস্ত্রি আমাকে এখানে দেখতে পায়নি!
দ্যাখ, ফন্টে! আমি খাবারগুলো ফিরিয়ে এনেছি!
চমৎকার করেছিস!
হেঃহেঃ! আনাচ্ছি ফিরিয়ে!
খাবারগুলো পেয়েছিস বটে, তবে বেশীক্ষণের জন্যে নয়!
মেরেছে! কেল্টো।
হিঃ হিঃ! ওকে আটকেছি!

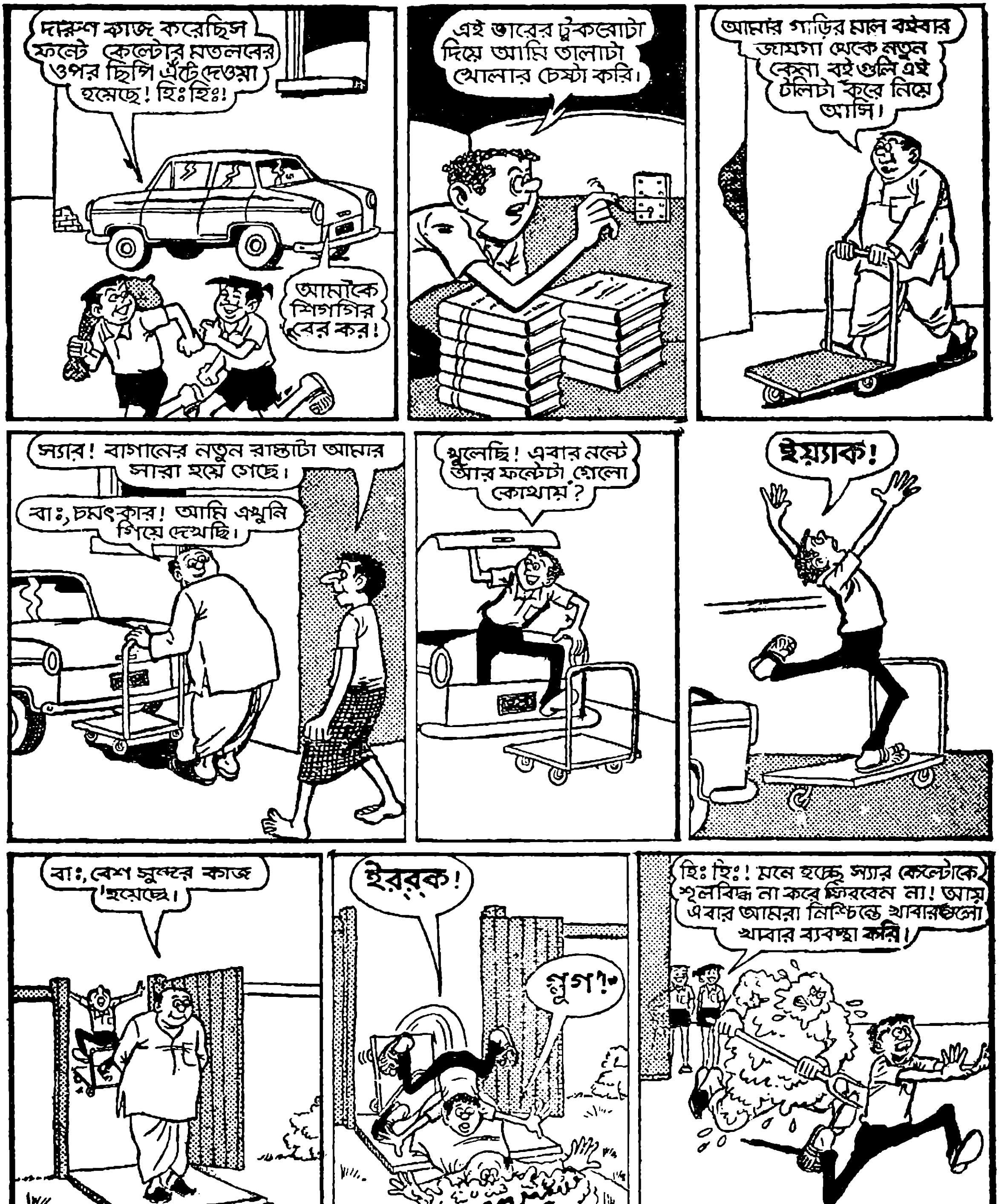
দারুণ কাজ করেছিস ফন্টে কেল্টোর মতলবের ওপর ছিপি এঁটে দেওয়া হয়েছে! হিঃ হিঃ!
আমাকে শিগগির বের কর!
এই তারের টুকরোটা দিয়ে আমি তালাটা খোলার চেষ্টা করি।
আমার গাড়ির মাল বইবার জায়গা থেকে নতুন কেনা বইগুলি এই ঠেলাটা করে নিয়ে আসি।
স্যার! বাগানের নতুন রাস্তাটা আমার সারা হয়ে গেছে।
বাঃ, চমৎকার! আমি এক্ষুনি গিয়ে দেখছি।
খুলেছি! এবার নন্টে আর ফন্টেটা গেলো কোথায়?
ইয়্যাক!
বাঃ, বেশ সুন্দর কাজ হয়েছে।
ইররক!
গুগ!
হিঃ হিঃ! মনে হচ্ছে স্যার কেল্টোকে শূলবিদ্ধ না করে ফিরবেন না! আয় এবার আমরা নিশ্চিন্তে খাবারগুলো খাবার ব্যবস্থা করি।

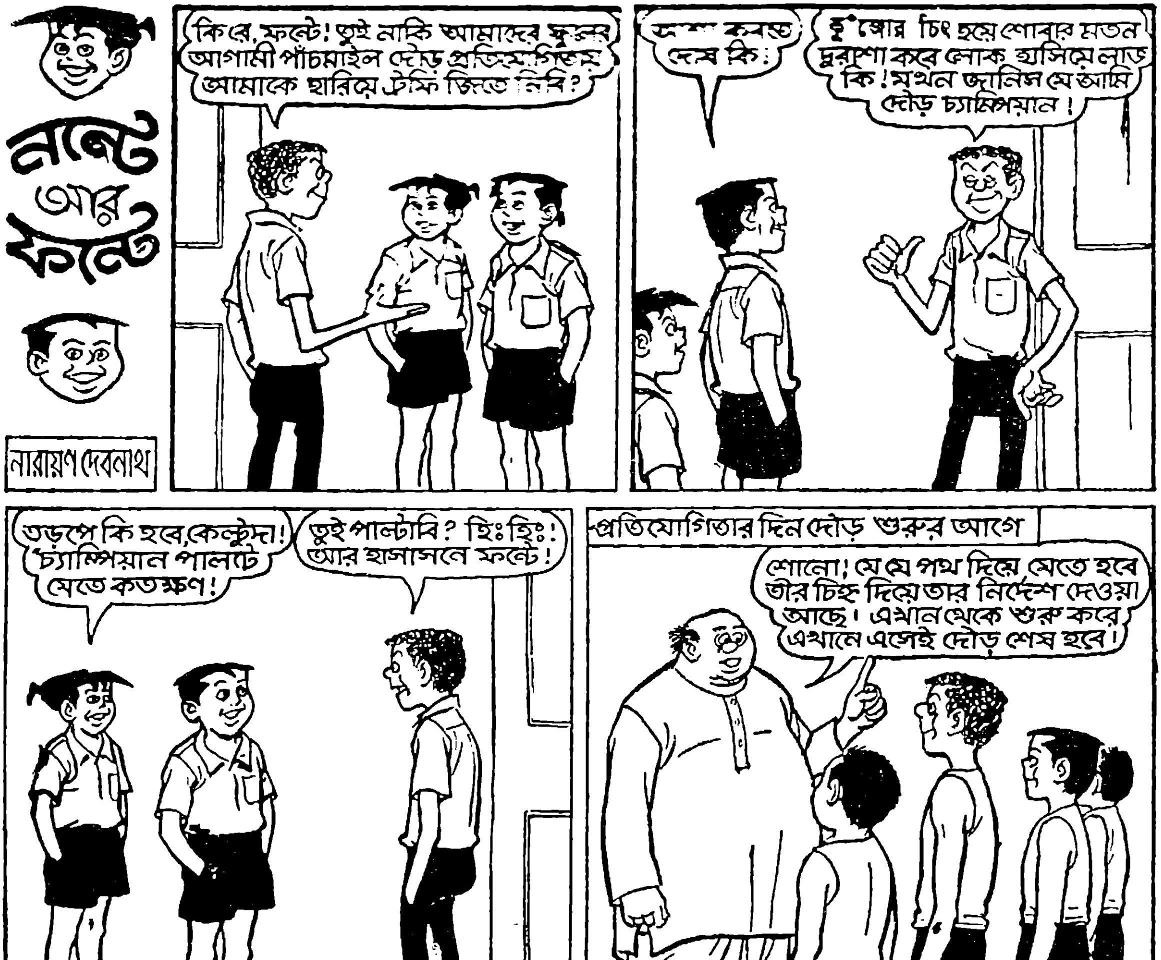
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কিরে, ফন্টে! তুই নাকি আমাদের স্কুলের আগামী পাঁচমাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় আমাকে হারিয়ে ট্রফি জিতে নিবি?
করতে দোষ কি!
হুঁ! জোর চিৎ হয়ে শোবার মতন দুরাশা করে লোক হাসিয়ে লাভ কি! যখন জানিস যে আমি দৌড় চ্যাম্পিয়ান!
তড়পে কি হবে, কেল্টুদা! চ্যাম্পিয়ান পালটে যেতে কতক্ষণ!
তুই পাল্টাবি? হিঃ হিঃ! আর হাসাসনে ফন্টে!
প্রতিযোগিতার দিন দৌড় শুরুর আগে
শোনো; যে যে পথ দিয়ে যেতে হবে তীর চিহ্ন দিয়ে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। এখান থেকে শুরু করে এখানে এসেই দৌড় শেষ হবে।
দৌড় শুরু হবার পর
তোর লম্ফ ঝম্পই সার হবে ভেবে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে রে ফন্টে! ট্রফিটা সেই আমার হাতেই স্যার তুলে দেবেন।
হিঃ হিঃ! বলে কিনা চ্যাম্পিয়ান পালটে দেবে!

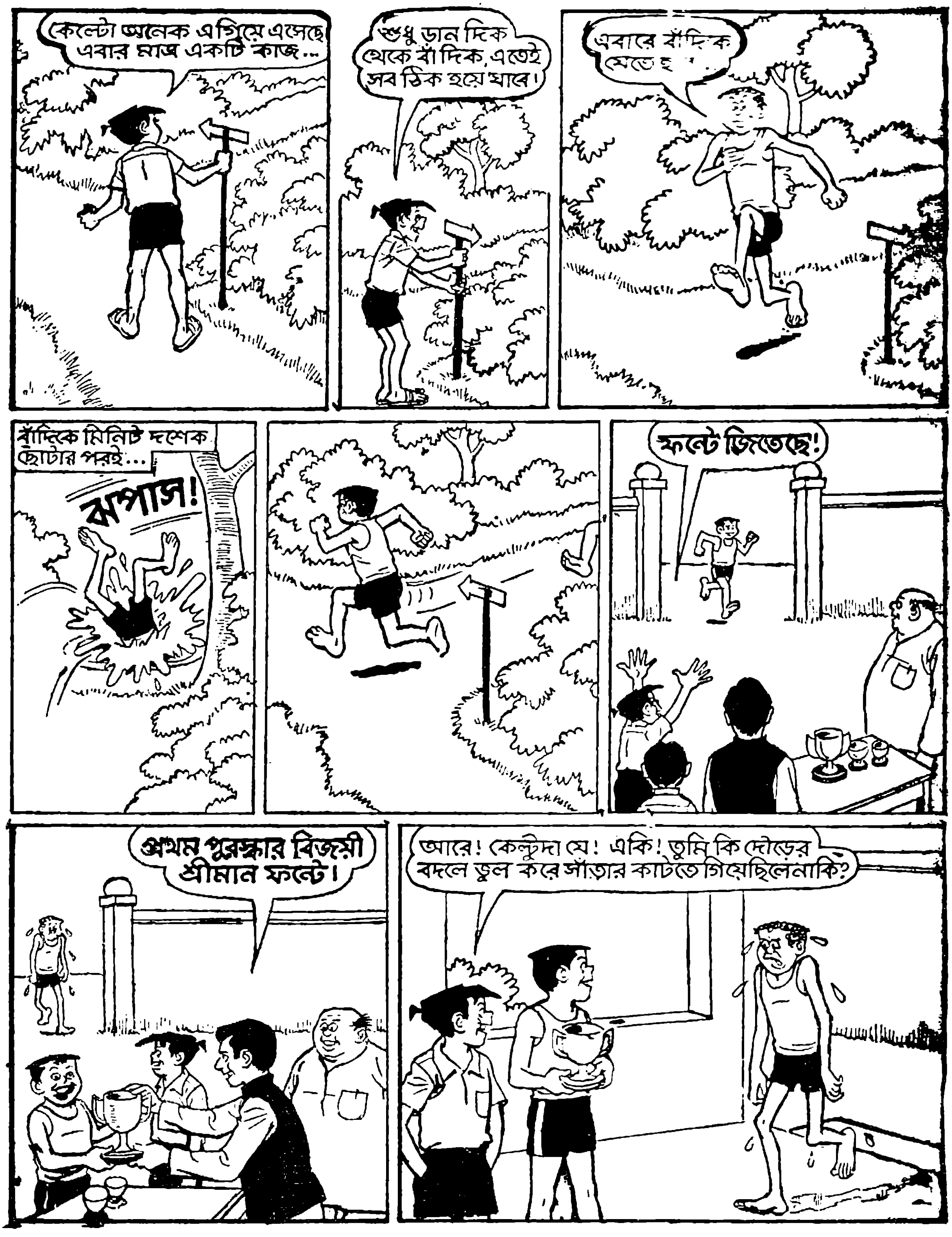
কেল্টো অনেক এগিয়ে এসেছে
এবার মাত্র একটি কাজ...
শুধু ডান দিক থেকে বাঁ দিক, এতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
এবারে বাঁ দিক যেতে হ
বাঁদিকে মিনিট দশেক ছোটার পরই...
ঝপাস!
ফন্টে জিতেছে!
প্রথম পুরস্কার বিজয়ী শ্রীমান ফন্টে।
আরে! কেল্টুদা যে! একি! তুমি কি দৌড়ের বদলে ভুল করে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলে নাকি?

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমি এই গন্ধমিটার আবিষ্কার করেছি। এটা আধমাইল দূরের খাবারের গন্ধ পেতে আমাকে সাহায্য করবে।
তোদের পাঁচ টাকা করে বাজী ধরছি যে বোর্ডিংএর আজ থেকে ছুটি পড়ে যাচ্ছে বলে আজ স্পেশাল কি কি খাবার তৈরি হয়েছে বলে দিতে পারি!
আমি বলছি তুমি পারবে না কেল্টুদা!
আজ ঠাকুর তৈরি করেছে মাংসের চপ, ফিস ফ্রাই পুডিং আর পায়েস!
আরে! কেল্টুদা একেবারে ঠিক ঠিক বলেছে, মাইরি!
তার মানে পাঁচ টাকা করে ছাড়ো!
হেঃ হেঃ! এই টাকা দিয়ে ছুটির মধ্যে সিনেমা, খ্যাঁট দুটোই চলবে।
ইস! কতো কষ্ট করে জমিয়েছিলাম!
আঃ! খাবারগুলো দারুণ করেছে!
আমার নিজেরটা সাবড়ে দিয়েছি এবার গন্ধমিটারের সাহায্যে কার কাছে কি খাবার আছে দেখি!
আহা! পায়েসের গন্ধ পাচ্ছি!
পেয়েছি!
অ্যাই! ওটা আমার
কেল্টুদা!

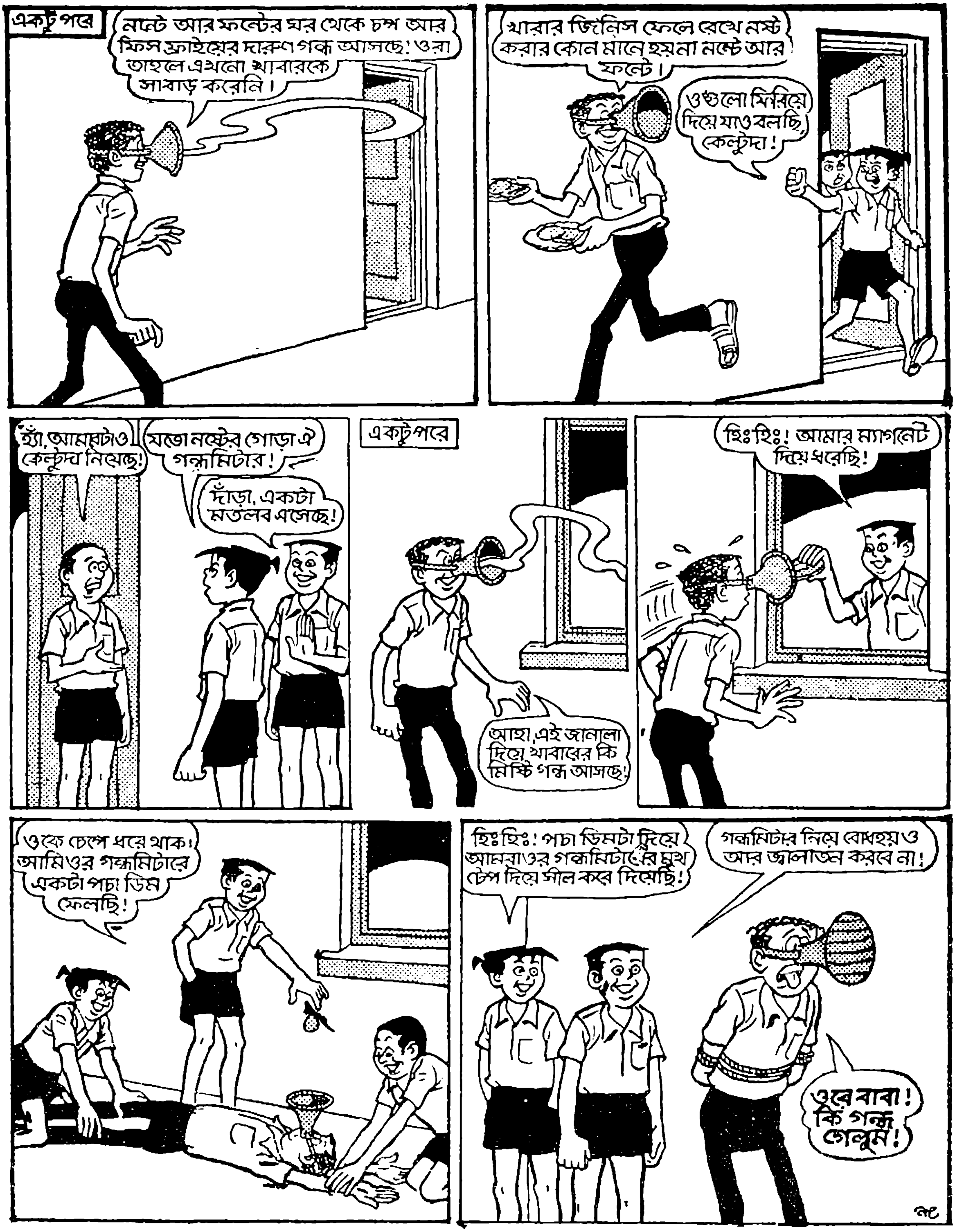
একটু পরে
নন্টে আর ফন্টের ঘর থেকে চপ আর ফিস ফ্রাইয়ের দারুণ গন্ধ আসছে! ওরা তাহলে এখনো খাবারকে সাবাড় করেনি।
খাবার জিনিস ফেলে রেখে নষ্ট করার কোন মানে হয় না নন্টে আর ফন্টে।
ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যাও বলছি, কেল্টুদা!
হ্যাঁ, আমেরটাও কেল্টুদা নিয়েছে!
যতো নষ্টের গোড়া ঐ গন্ধমিটার!
দাঁড়া, একটা মতলব এসেছে!
একটু পরে
আহা, এই জানালা দিয়ে খাবারের কি মিষ্টি গন্ধ আসছে!
হিঃ হিঃ! আমার ম্যাগনেট দিয়ে ধরেছি!
ওকে চেপে ধরে থাক। আমি ওর গন্ধমিটারে একটা পচা ডিম ফেলছি!
হিঃ হিঃ! পচা ডিমটা দিয়ে আমরা ওর গন্ধমিটারের মুখ টেপ দিয়ে সীল করে দিয়েছি!
গন্ধমিটার নিয়ে বোধহয় ও আর জ্বালাতন করবে না!
ওরে বাবা! কি গন্ধ! গেলুম!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চল, নন্টে! ব্যায়ামাগারে গিয়ে কিছুক্ষণ বক্সিং প্র্যাকটিস করা যাক।
আমিও তাই ভাবছিলুম ফন্টে।
তোর প্র্যাকটিস হয়ে গেলে আমি করবো।
হিঃ হিঃ! পাঞ্চিং ব্যাগটা তোকে পাল্টা ঘা লাগালো রে ফন্টে?
এটা কি হলো কেল্টুদা?
কি আবার হবে, পাঞ্চিং ব্যাগের গুঁতো লেগেছে। আরে, তোরা আগেই ব্যাগে ঘুঁসি মারতে গেছিস!
তবে কোথায় মারবো?
নিজের ছায়া দেখে মারবি। নিজের ছায়াতে মেরে প্র্যাক্‌টিস করবি।
নিজের ছায়াতে সে আবার কেমন করে? কিন্তু কোচ যে বলেছিলেন—
হ্যাণ্ড ইয়োর কোচ! বক্সিংএর সব কিছু আমার গুলে খাওয়া।

ছায়ার সঙ্গে কি ভাবে লড়ে তুমি দেখাতে পারবে?
হেঃ হেঃ! নিশ্চয়ই! দেখবি যে সেটা কতো নিরাপদ। পাল্টা গুঁতো লাগায় না!
এই যে দ্যাখ্‌ দরজাটার ওপর কেমন আমার ছায়া পড়েছে। এই ভাবে নিজের ছায়ার মুখের দিকে লক্ষ্য করে—
পোশাক-ঘর
একদম সোজা এমনি করে ঘুঁসি চালিয়ে দিবি
পোশাক-ঘর
কোচ
হোঁয়াক!
পোশাক-ঘর
কি-কিয়েলো? কিসে আমাকে আঘাত করলো?
তোমার ছায়া, কেল্টুদা। একেবারে লেফ্‌ট আপার কাট!
এবার নিশ্চিন্তে এ লেফ্‌ট আপার কাট প্র্যাক্‌টিস করি।
তোর পরে আমিও করবো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টু! স্কুল বোর্ডিং মেরামত আর রং করা হচ্ছে। তুই অন্য ছেলেদের নিয়ে তদারক আর ওদের টিফিন দেবার ব্যবস্থা করবি।
ঠিক আছে স্যার!
এখন বোধহয় টিফিনের সময় হয়ে গেছে। ওদের চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা কর।
আচ্ছা স্যার, এখনি করছি।
নন্টে আর ফন্টে, বাইরে যারা কাজ করছে তাদের চা দিয়ে আয়। ঠাকুর তৈরি করে রেখেছে। আর আমাকেও দিয়ে যাবি বুঝেছিস?
খুব বুঝেছি। তুমিও এইতালে পেঁটিয়ে নেবে।
এই মেচা!
বাঃ! ঠিক সময়েই এনেছো।
ব্লো ল্যাম্প নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে হয়েছে? দেখো, ক্ষতি না হয়।
হিঃ হিঃ! ফন্টেটা যখন দরজার হ্যান্ডেল ছোঁবে তখন দারুণ চমক খাবে।

কিছু পরে
যাই, গিয়ে দেখে আসি কি রকম কাজ এগোচ্ছে।
বেশ বেশ! তুই এদের সাহায্য করছিস দেখে খুব খুশী হলুম ফন্টে। একটু দূরে ভেতরে যাই।
স্যর! ও-এবার মজা আরো জমবে মনে হচ্ছে!
বাপরে! হাতটা গেলো!
আমার মনে হচ্ছে, তুই ইচ্ছে করেই হ্যাণ্ডেলটা ব্লোল্যাম্প দিয়ে তাতিয়ে রেখেছিস ফন্টে!
ওহ্, না স্যার, ও কাজ আমি করিনি!
ছেলেটি সত্যি কথাই বলেছে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাবু! আমরা সবসময় ওকে দেখছিলাম!
ওদিকে নন্টে
যা ভেবেছি! হ্যাণ্ডেলটাতে ভুষো কালি লেগে আছে! কেউ কিছু জ্বালিয়ে এটা উত্তপ্ত করেছে! বুঝতে পেরেছি কে এ কাজ করতে পারে।
দাঁড়া, ওটার চাষাড়ে রসিকতার উপযুক্ত জবাব দেবার একটা চমৎকার আইডিয়া এসেছে।
মজার জিনিসের দোকান

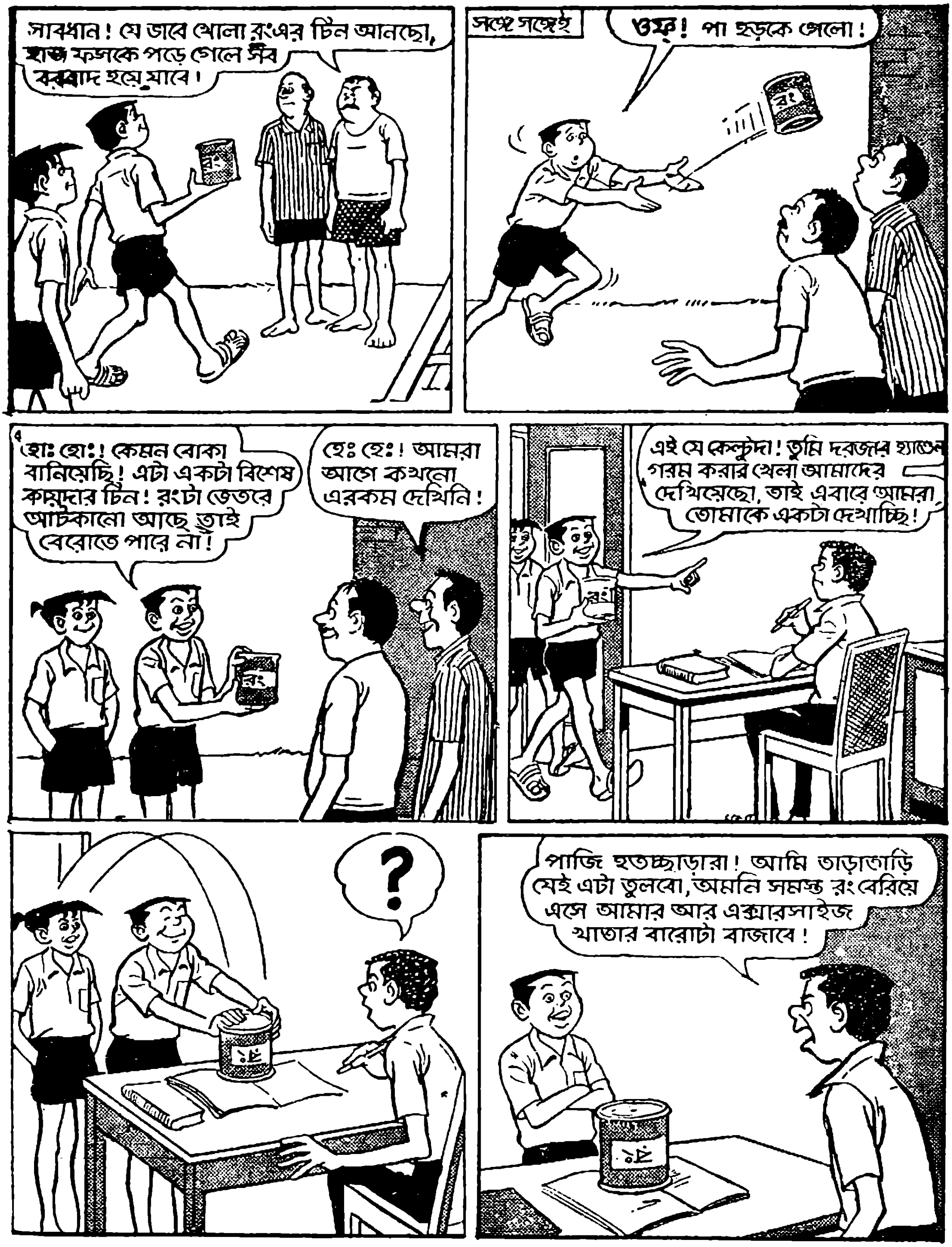
সাবধান! যে ভাবে খোলা রংএর টিন আনছো, হাত ফসকে পড়ে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে।
সঙ্গে সঙ্গেই
ওফ্! পা হড়কে গেলো!
রং
হোঃ হোঃ! কেমন বোকা বানিয়েছি! এটা একটা বিশেষ কায়দার টিন! রংটা ভেতরে আটকানো আছে তাই বেরোতে পারে না!
হেঃ হেঃ! আমরা আগে কখনো এরকম দেখিনি!
এই যে কেল্টুদা! তুমি দরজার হ্যান্ডেল গরম করার খেলা আমাদের দেখিয়েছো, তাই এবারে আমরা তোমাকে একটা দেখাচ্ছি!
?
পাজি হতচ্ছাড়ারা! আমি তাড়াতাড়ি যেই এটা তুলবো, অমনি সমস্ত রং বেরিয়ে এসে আমার আর এক্সারসাইজ খাতার বারোটা বাজাবে!

টিন তুলে খাতা শুদ্ধু আমি স্যারের কাছে— হুইও!
হিঃ হিঃ! এটা একটা কৌশল করা টিন কেল্টুদা। একিন্তু তোমাকে চমক দেবার জন্যে!
কিছু পরে
সেই সময়
নন্টে আর ফন্টে! কে তোদ্দের এসব করতে বলেছে? আর রংই বা পেলি কোথায়? যারা কাজ করছে আশা করি তাদের কাছ থেকে চুরি করিস নি?
ওদের আপনাকে বোকা বানাতে দেবেন না, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, স্যার। এটাতে আসলে রং নেই— এটা একটা ভেল্কি দেখাবার ডিবে —
— এই দেখুন!
কি-কিন্তু, স্যার, ওরা যখন আগে এটা আমাকে দেখালো, তখন এরকম হয় নি!
মর্কট! কি হয়েছে আর হয় নি তোকে নাগালে পেলেই দেখাচ্ছি!
হাঃ হাঃ হাঃ! বুদ্ধুটা জানে না যে, ওটা ওকে দেখানো সেই টিনই নয়!

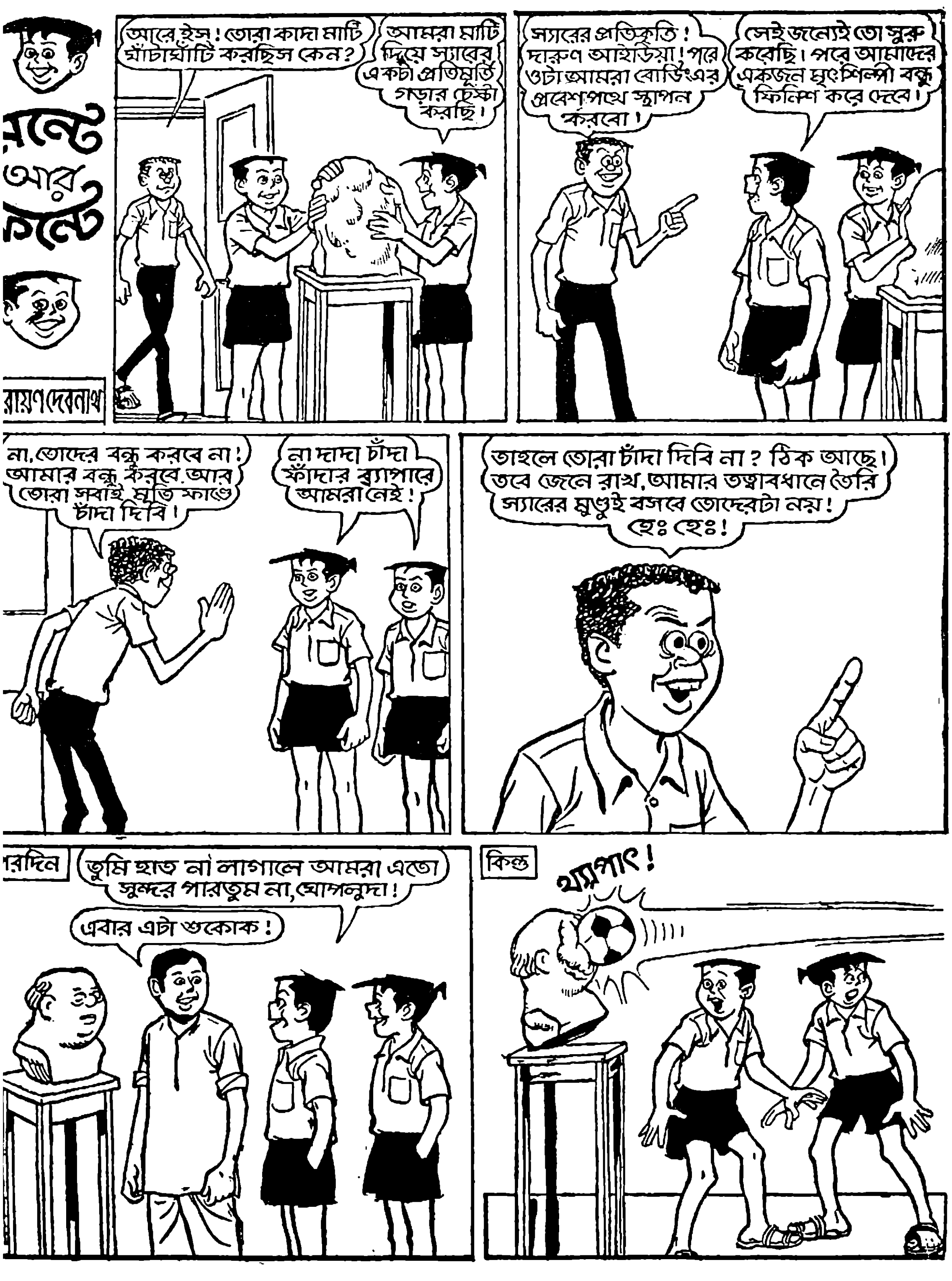
ন্টে
আর
ন্টে
রায়ণ দেবনাথ
আরে ইস! তোরা কাদা মাটি ঘাঁটাঘাঁটি করছিস কেন?
আমরা মাটি দিয়ে স্যারের একটা প্রতিমূর্তি গড়ার চেষ্টা করছি।
স্যারের প্রতিকৃতি! দারুণ আইডিয়া! পরে ওটা আমরা বোর্ডিংএর প্রবেশপথে স্থাপন করবো।
সেই জন্যেই তো সুরু করেছি। পরে আমাদের একজন মৃৎশিল্পী বন্ধু ফিনিশ করে দেবে।
না, তোদের বন্ধু করবে না! আমার বন্ধু করবে. আর তোরা সবাই মূর্তি ফাণ্ডে চাঁদা দিবি।
না দাদা চাঁদা ফাঁদার ব্যাপারে আমরা নেই!
তাহলে তোরা চাঁদা দিবি না? ঠিক আছে। তবে জেনে রাখ, আমার তত্ত্বাবধানে তৈরি স্যারের মুণ্ডুই বসবে তোদেরটা নয়! হেঃ হেঃ!
রদিনে
তুমি হাত না লাগালে আমরা এতো সুন্দর পারতুম না, ঘোপলুদা!
এবার এটা শুকোক!
কিন্তু
থ্যপাৎ!

এর বদলা আমরা নেবো, আইডিয়াটা শোন....
দারুণ আইডিয়া!
আমাদের ভুল হয়েছে, কেল্টুদা! ক্ষমা করে দাও!
আর এই নাও দাদা মূর্তি ফান্ডের চাঁদা!
গুড! সুবুদ্ধি হওয়াতে খুশি হলুম!
পরদিন
আমি স্যারের মূর্তিটা আনতে যাচ্ছি। তুই আর নন্টে টেবিলটা ঠিক করে রাখ।
এক দাওয়াইয়েতেই পোষ মেনে গেছে, হাঃ হাঃ!
তাই হবে, কেল্টুদা।
এক ঘন্টা পরে
দ্যাখ্ কিরকম পাকা হাতের কাজ।
এটা এমন ঢাকা দিয়ে রাখি। স্যারকে আচমকা দেখিয়ে একেবারে চমকে দেবো!
ঠিক বলেছো, কেল্টুদা।
দাঁড়া, স্যারকে ডেকে একবার দেখাই, যদি কিছু খুঁত থাকে ঠিক করা যাবে।
একটু খুঁত আছে সেটুকু আমরা এই তালে সেরে রেখে দি।
কি ব্যাপার রে, কেল্টু? কিসের এতো তাড়া?
একটা কিছুতে কোন ভুল আছে কিনা দেখবেন।
দেখুন, স্যার! কোন ভুল বা খুঁত আছে কিনা —
ইঁক!
মর্কট ছুঁচো! আমার মূর্তিতে শিং লাগিয়ে আবার আমাকেই দেখানো ভুল আর খুঁত! আগে তোর চুল জুত করে ধরি তারপর দেখিয়ে দেবো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমি একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছি! খাবার খোঁজার যন্ত্র!
হোঃ হোঃ! চমৎকার কাজ দিচ্ছে! ন্যাড়ার সব লুকোনো খাবারের খোঁজ দিয়েছে!
ব্লিপ! ব্লিপ!
ওহ! ফন্টের ঠ্যাং বলে মনে হচ্ছে! ও কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে!
আমি ওকে কোনরকম সুযোগ দিতে চাই না! আমি যখন এগুলি লুকিয়ে রাখবো ও তখন নিশ্চয়ই নজর রাখবে।
একটা মতলব এসেছে! এই মাটির নীচের ঘরে একটা কেক ছুঁড়ে দিলুম..
এই যে ফন্টে! তুই আমার খাবার খোঁজার যন্ত্র দেখেছিস?
খাবার খোঁজার যন্ত্র?
এটা কিরকম কাজ দেয় তুই ইচ্ছে করলে হাতে-নাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারিস।
সঙ্কেত আসছে, তার মানে এই ভূগর্ভস্থ ঘরে কোন খাবার আছে।
এখন আমি খুব জোর সঙ্কেত পাচ্ছি!
ব্লিপ! ব্লিপ!

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ভালো করে খুঁজে দ্যাখ! হিঃ হিঃ!
এবারে নিশ্চিন্তে খাবারটা লুকিয়ে রাখতে পারবো। ওর দুটোকে একসঙ্গে আটকাতে পারলে ভালো হতো, হেঃ হেঃ!
ক্লিক!
চিলেকোঠায় জিনিসপত্র রাখার এই আলমারিটায় এটা লুকিয়ে রাখি তারপর সুযোগ বুঝে সাবাড় করা যাবে!
এই যে নন্টে এসে গেছিস! কেল্টো সকলের লুকোনো খাবার বের করে নিয়ে আমাকে এখানে আটকে রেখেছে! দরজাটা খুলে দে, ও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে আমি খুঁজে বের করি!
চল নন্টে! এবার ওর হাতিয়ার দিয়েই ওকে ঘায়েল করবো!
ফন্টে ভূগর্ভের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে — আর ওর কাছে এখনো আমার খাবার খোঁজার যন্ত্রটা রয়েছে!
আমার একমাত্র আশা আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি!
হোঁৎকস্!
খাবারের জন্য ধন্যবাদ
নন্টে আর ফন্টে
এই নাও কেল্টুদা তোমার খাবার খোঁজার যন্ত্র। তবে তোমার যন্ত্র এখন যে খাবারের খোঁজ দেবে তা আমাদের পেটে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টুদা! আমরা আমাদের খাবার ভর্তি ঝুড়িটা ফিরিয়ে নিতে এসেছি। ফন্টে, লাগা!
তোরা তাই ভেবেছিস বুঝি?
ওরে, প্যাটা! আমাদের গোপন অস্ত্রটা এবার ছাড়।
ঠিক আছে, কেল্টুদা। এই যে যাচ্ছে!
নন্টে, শিগগির পালা!
হিঃ হিঃ! আমার সঙ্গে মামদোবাজি।
গররর!
খাবার তাহলে আমিই সাবাড় করছি, কি বলিস?
গররর!
উফ্‌! কি পাজী রে, মাইরি! কিন্তু আমরাও আমাদের খাবার ফিরিয়ে আনবোই, শোন...
দশ মিনিট পরে
কেল্টোর গোপন অস্ত্রের পাল্টা জবাব আমাদের কাছে আছে— ফন্টে, লাগা!
ওরা আবার এসেছে—যা তাগিয়ে দিয়ে আয়!

হতচ্ছাড়া কুকুর একটা হাড্ডির লোভে তোমাকে ত্যাগ করলো কেল্টুদা।
এবার আমরা আমাদের খাবার নিয়ে যাবো, কেল্টুদা!
ঐ খাবার আবার আমি ছিনিয়ে আনবো, নন্টে আর ফন্টে।
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
সোজা গেট দিয়ে নিয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে চাই না। স্যারের নজরে পড়তে পারে। তার চেয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ফেলে দি তারপর তুলে নেবো।
ওয়ফ্!
বুচেকে দিয়ে স্যারকে বোর্ডিংএর প্রাথমিক চিকিৎসা ঘরে পাঠালুম... এবার ঝুড়ি খুলে দেখি—একি! এযে খান ইঁট ভর্তি! কেল্টোটা পুরো আমাদের ধোঁকা দিয়েছে!
ভাগ্যিস নন্টে আর ফন্টে আপনাকে দেখেছিলো।

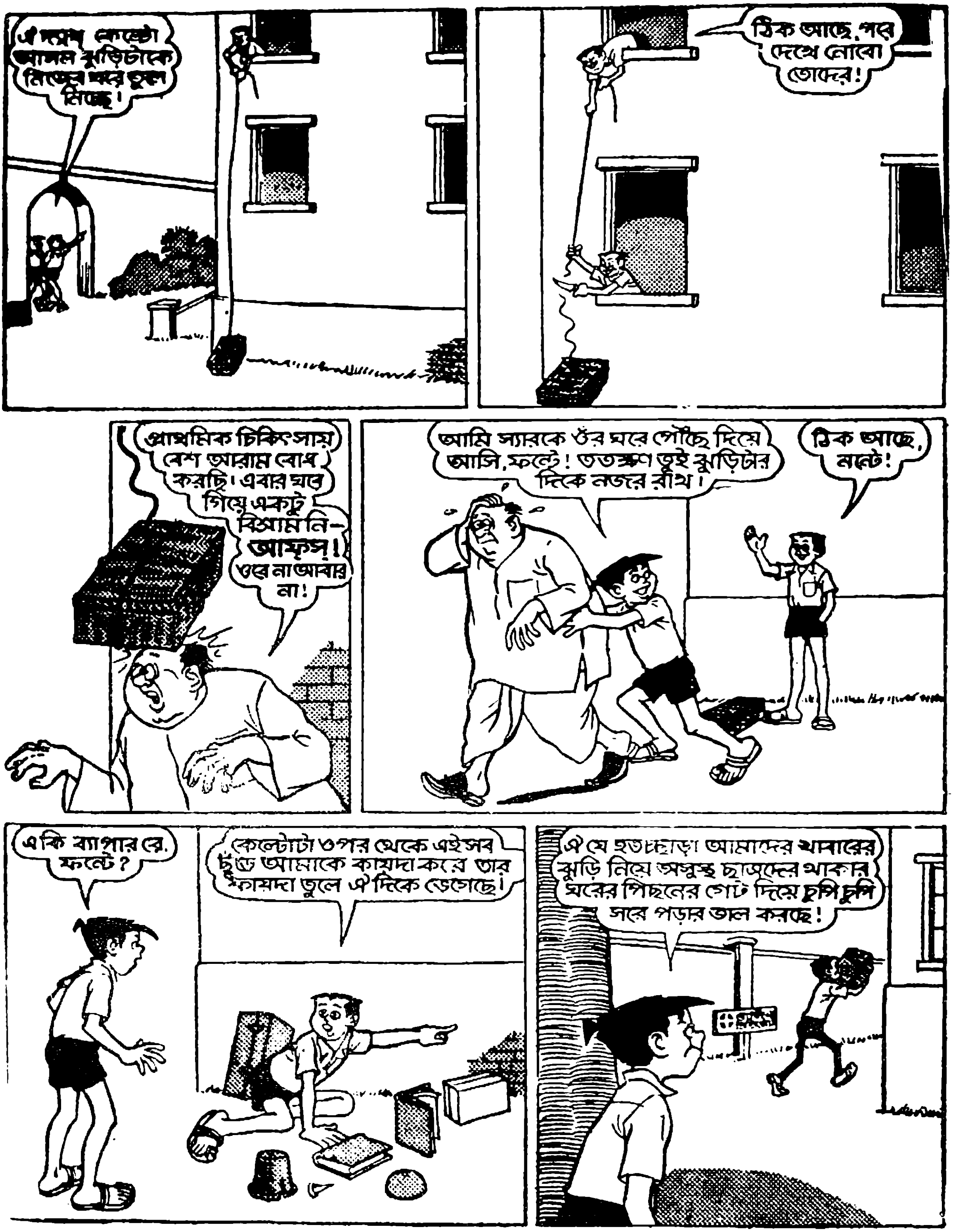
ঐ দ্যাখ্ কেল্টো আসল ঝুড়িটাকে নিজের ঘরে তুলে নিচ্ছে।
ঠিক আছে, পরে দেখে নোবো তোদের!
প্রাথমিক চিকিৎসায় বেশ আরাম বোধ করছি। এবার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নি—
আফ্‌স্‌!! ওরে না আবার না!
আমি স্যারকে ওঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি, ফন্টে! ততক্ষণ তুই ঝুড়িটার দিকে নজরে রাখ।
ঠিক আছে, নন্টে!
একি ব্যাপার রে, ফন্টে?
কেল্টোটা ওপর থেকে এইসব ছুঁড়ে আমাকে কায়দা করে তার কায়দা ভুলে ঐ দিকে ভেগেছে।
ঐ যে হতচ্ছাড়া আমাদের খাবারের ঝুড়ি নিয়ে অসুস্থ ছাত্রদের থাকার ঘরের পিছনের গেট দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ার তাল করছে!

ওহ্! দুঃখিত, ডাক্তারবাবু!
আরে! তুমি এখানে কিসের জন্যে কেল্টু? — অসুস্থদের জন্যে খাবার এনেছো?
চমৎকার! খাবারের ঝুড়িটা আমি তোমার হয়ে গিয়ে জমা রাখছি!
ইয়ে-আর র...
তোমার জন্যেই এবার খাবারের ঝুড়িটা একেবারে বেহাত হয়ে গেলো। মনে হচ্ছে তোমার মুড়োটাকে গুঁড়ো করে ফেলি!
আমাকে তোরা গরম দেখিয়ে নরম করতে পারবি না, নন্টে আর ফন্টে। উল্টে আমি ...
তোদের ভুঁড়িতে এইভাবে ঢুঁ লাগাবো।
ওফ্স!
একি, নন্টে আর ফন্টে। তোমাদের তো সুস্থ মনে হচ্ছে না — ভেতরে এসো!
ইয়ে ধন্যবাদ, ডাক্তারবাবু!
তোমরা রুগী মাত্র দুজন, নন্টে আর ফন্টে। তাই এই উপহার দেওয়া খাবার আমরা ভাগ করে খাই!
ডাক্তারবাবু যা বলবেন তাই হবে ডাক্তারবাবু!
ইঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ তোদের নিয়ে শহরের বাইরে মুক্তবায়ু সেবনের পরিকল্পনা করেছি।
দারুণ! কোথায় যাওয়া হবে স্যার?
এই দু-তিন মাইলের মধ্যেই গ্রামের ভেতর। কোনো যান বাহন নেই পায়ে হেঁটে যেতে আসতে হবে। খুব ভোরে বেরিয়ে দুপুরের খাওয়ার সময় শেষ হওয়ার আগেই ফিরে আসতে হবে
ঠিক আছে স্যার।
তবে আমি অতো হাঁটতে পারবো না তাই সাইকেলে যাবো। তোদের জায়গার হদিশ দিয়ে দেবো তোরা আগে চলে যাবি পরে সময়ে চলে আসবি।
কোন অসুবিধে নেই স্যার! আমরা পায়দলেই মেরে দেবো।
পরদিন
কি চমৎকার জায়গা! কি সুন্দর ঝিল! এসো কেল্টুদা, সাঁতার কেটে স্নান করি।
তোরা কর। আমি জলে নামছি না।
সাঁতার কাটলে খিদে চনমনে হবে কি বলিস নন্টে।
তুই ঠিকই বলেছিস, ফন্টে। আয় সাঁতার কাটি।
হিঃ হিঃ! ওদের জব্দ করবার একটা মওকা পেয়েছি। ওরা যখন সাঁতারে ব্যস্ত থাকবে তখন ওদের জামা প্যান্ট সরিয়ে ফেলবো।
উঠে আয়, নন্টে! এবার জামা প্যান্ট চড়িয়ে খাওয়া দাওয়ার জন্যে বোর্ডিং এ ফিরতে হবে।
হ্যাঁ, সময় পেরিয়ে গেলে আবার খাওয়া জুটবে না।

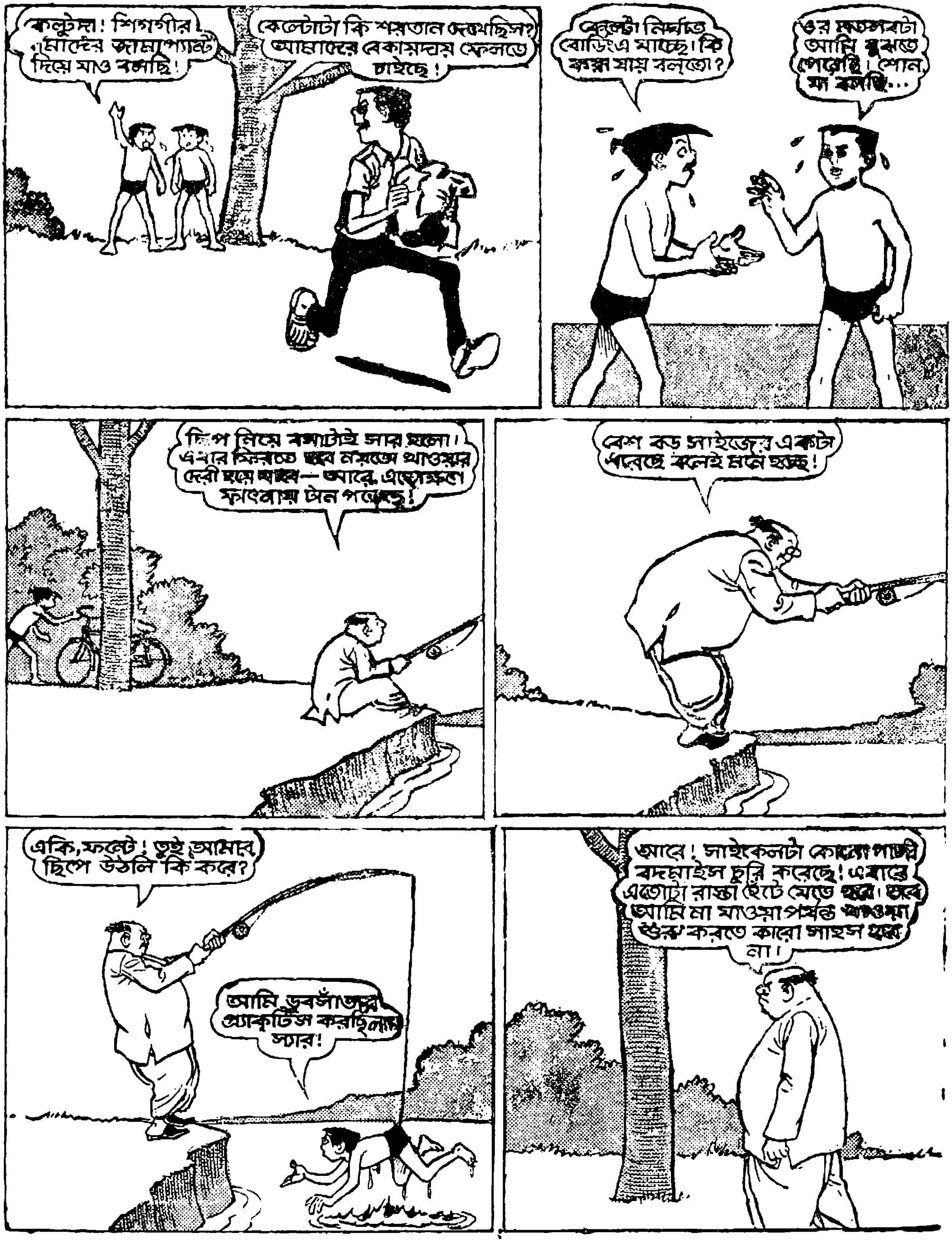

কেল্টুদা! শিগগীর আমাদের জামাপ্যান্ট দিয়ে যাও বলছি!
কেল্টোটা কি শয়তান দেখছিস? আমাদের বেকায়দায় ফেলতে চাইছে!
কেল্টুটা নির্ঘাত বোর্ডিংএ যাচ্ছে। কি করা যায় বলতো?
ওর মতলবটা আমি বুঝতে পেরেছি। শোন, যা বলছি...
ছিপ নিয়ে বসাটাই সার হলো। এবার ফিরতে হবে নইলে খাওয়ার দেরী হয়ে যাবে— আরে, এতোক্ষণে ফাৎনায় টান পড়েছে!
বেশ বড় সাইজের একটা ধরেছে বলেই মনে হচ্ছে!
একি, ফন্টে! তুই আমার ছিপে উঠলি কি করে?
আমি ডুবসাঁতার প্র্যাকটিস করছিলাম স্যার!
আরে! সাইকেলটা কোন্ পাজী বদমাইস চুরি করেছে! এবারে এতোটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। তবে আমি না যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া শুরু করতে কারো সাহস হবে না।

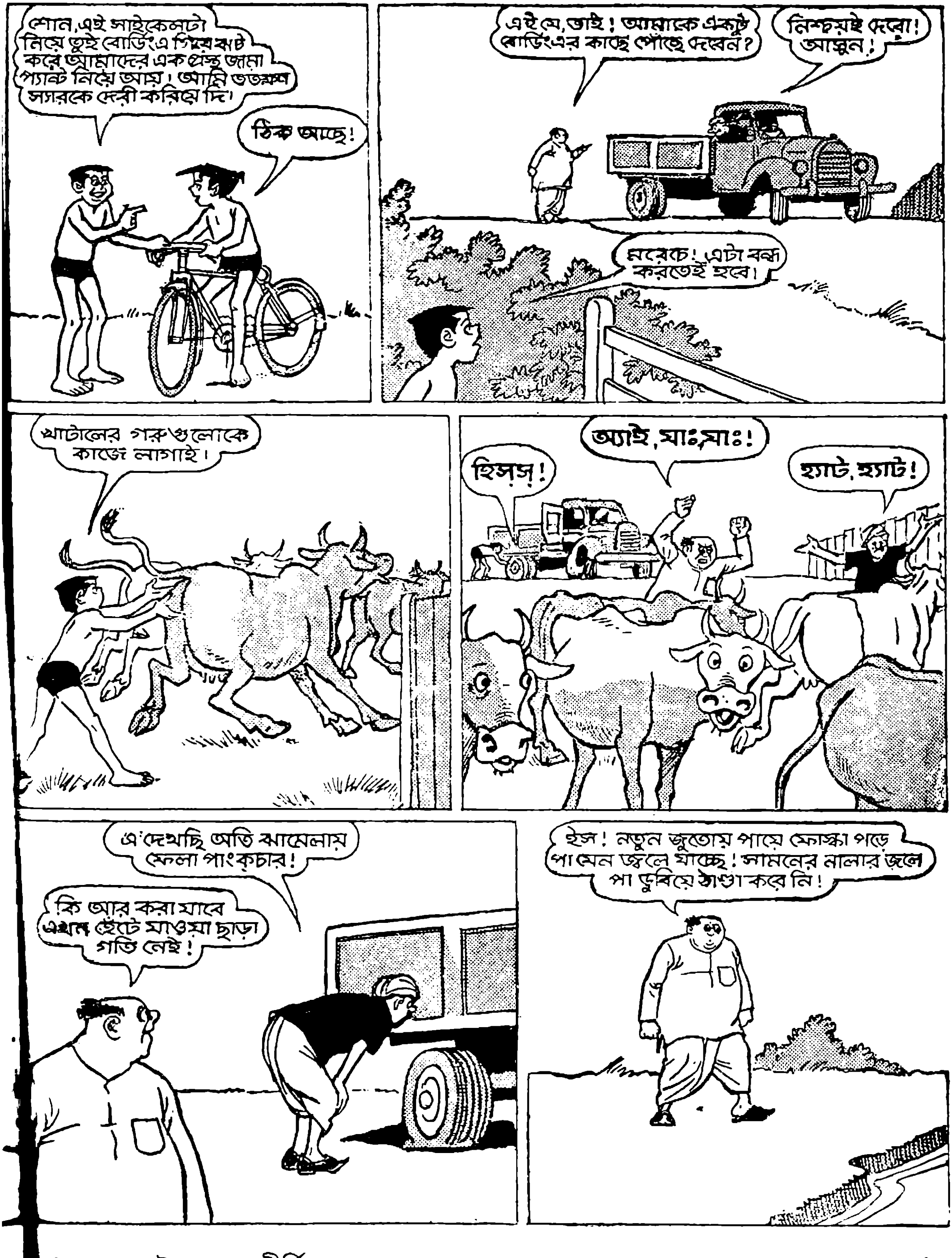
শোন, এই সাইকেলটা নিয়ে তুই বোর্ডিংএ গিয়ে ঝটপট করে আমাদের এক প্রস্থ জামা প্যান্ট নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ স্যারকে দেরী করিয়ে দি।
ঠিক আছে!
এই যে, ভাই! আমাকে একটু বোর্ডিংএর কাছে পৌঁছে দেবেন?
নিশ্চয়ই দেবো! আসুন!
মরেছে! এটা বন্ধ করতেই হবে।
খাটালের গরুগুলোকে কাজে লাগাই।
অ্যাই, যাঃ যাঃ!
হিস্‌স্‌!
হ্যাট, হ্যাট!
এ দেখছি অতি ঝামেলায় ফেলা পাংক্‌চার!
কি আর করা যাবে এখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া গতি নেই!
ইস! নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়ে পা যেন জ্বলে যাচ্ছে! সামনের নালার জলে পা ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে নি!

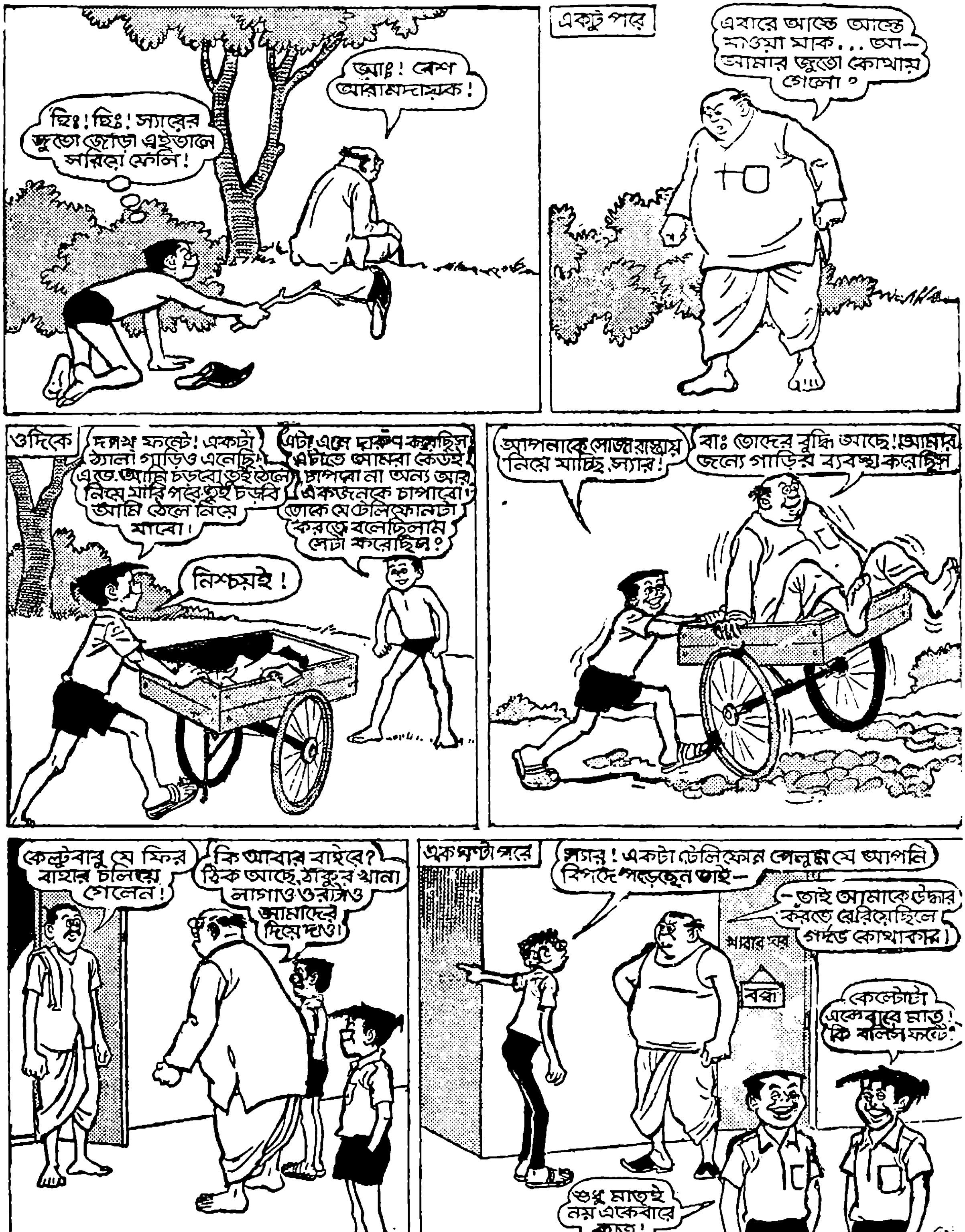
ছিঃ! ছিঃ! স্যারের জুতো জোড়া এইভাবে সরিয়ে ফেলি!
আঃ! বেশ আরামদায়ক!
একটু পরে
এবারে আস্তে আস্তে যাওয়া যাক... আ— আমার জুতো কোথায় গেলো?
ওদিকে
দ্যাখ ফন্টে! একটা ঠ্যালা গাড়িও এনেছি! এতে আমি চড়বো তুই ঠেলে নিয়ে যাবি পরে তুই চড়বি আমি ঠেলে নিয়ে যাবো।
এটা এনে দারুণ করেছিস! এটাতে আমরা কেউই চাপবো না অন্য আর একজনকে চাপাবো! তোকে যে টেলিফোনটা করতে বলেছিলাম সেটা করেছিস?
নিশ্চয়ই!
আপনাকে সোজা রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছি, স্যার!
বাঃ তোদের বুদ্ধি আছে! আমার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করেছিস
কেল্টুবাবু যে ফির বাহার চলিয়ে গেলেন!
কি আবার বাইরে? ঠিক আছে, ঠাকুর খানা লাগাও ওরাও আমাদের দিয়ে দাও।
এক ঘণ্টা পরে
স্যর! একটা টেলিফোন পেলুম যে আপনি বিপদে পড়েছেন তাই—
—তাই আমাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছিলে গর্দভ কোথাকার!
খাবার ঘর
বন্ধ
কেল্টোটা একেবারে মাত! কি বলিস ফন্টে!
শুধু মাতই নয় একেবারে কাত!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো বোধহয় আমাদের বিরুদ্ধে কোন মতলব আটছে, নন্টে!
তুই কি করে জানলি?
ওর এক অনুগত চেলা কাল আমাকে মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলো।
ও আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারে বলতো?
সেটা ঠিক বলতে পারবো না। তবে চল দেখি হদিশ করতে পারি কি না!
ঠিক বলেছিস। তাই চল।
সুপারিনটেণ্ডেন্টের অপসারণ চাই নন্টে আর ফন্টে
সুপারিনটেণ্ডেন্ট গদি ছাড়ো নন্টে আর ফন্টে
কি শয়তানি ফন্দি দেখেছিস? এসব স্যারের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই!
ওদের এখুনি থামানো দরকার।
কেল্টোর চেলাদের মাথা ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি! নন্টে... ওই ওরা এদিক দিয়ে আসছে।
ঠিক আছে, ফন্টে। আমি এদিকে আলগা করছি।
এই যে কেল্টোর চ্যালারা! তোদের মাথার টেম্পারেচার নামিয়ে দিচ্ছি!
ও বলে! হুঁশিয়ার! নন্টে আর ফন্টে!
ওফ্!

একি, গুবলে! ভিজে ঢোল হলি কি করে? সাঁতার কেটে মিছিল করছিলি নাকি?
না, কেল্টুদা। আপনার কথামতো পোস্টার নিয়ে বেরোতেই নন্টে আর ফন্টে নল থেকে জল দিয়ে আমাদের ভিজিয়ে দিলো!
সহপাঠীকে যথোচিত হেনস্থা! এইবার ওদের দুটোকে বেশ টাইট দেবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে!
হ্যাঁ, কেল্টুদা। নন্টে আর ফন্টেটার বড্ড বাড় বেড়েছে!
সহপাঠীকে রিগিং করেছো, শাস্তির জন্যে তৈরি হও!
তুমি আমাদের মারবে নাকি?
স্যারের সেই রকমই নির্দেশ দেওয়া আছে আমার ওপরে যে
ইলল্ক!
এ নির্ঘাত ঐ বেড়ার ওধার থেকে এসেছে, কেল্টুদা! তুমি এটা নিয়ে ঝটপট ওদের পাল্টা লাগাও! আমি কল খুলে দিচ্ছি।
হ্যাঁ, কেল্টুদা! ওরা পাল্টা জব্দ হবে!
তোরা ঠিক বলেছিস! ওদের জিনিস এবার ওরা নিজেরাই চেখে দেখুক! ...যেই হও না কেন এই দেখ কেমন মজা!

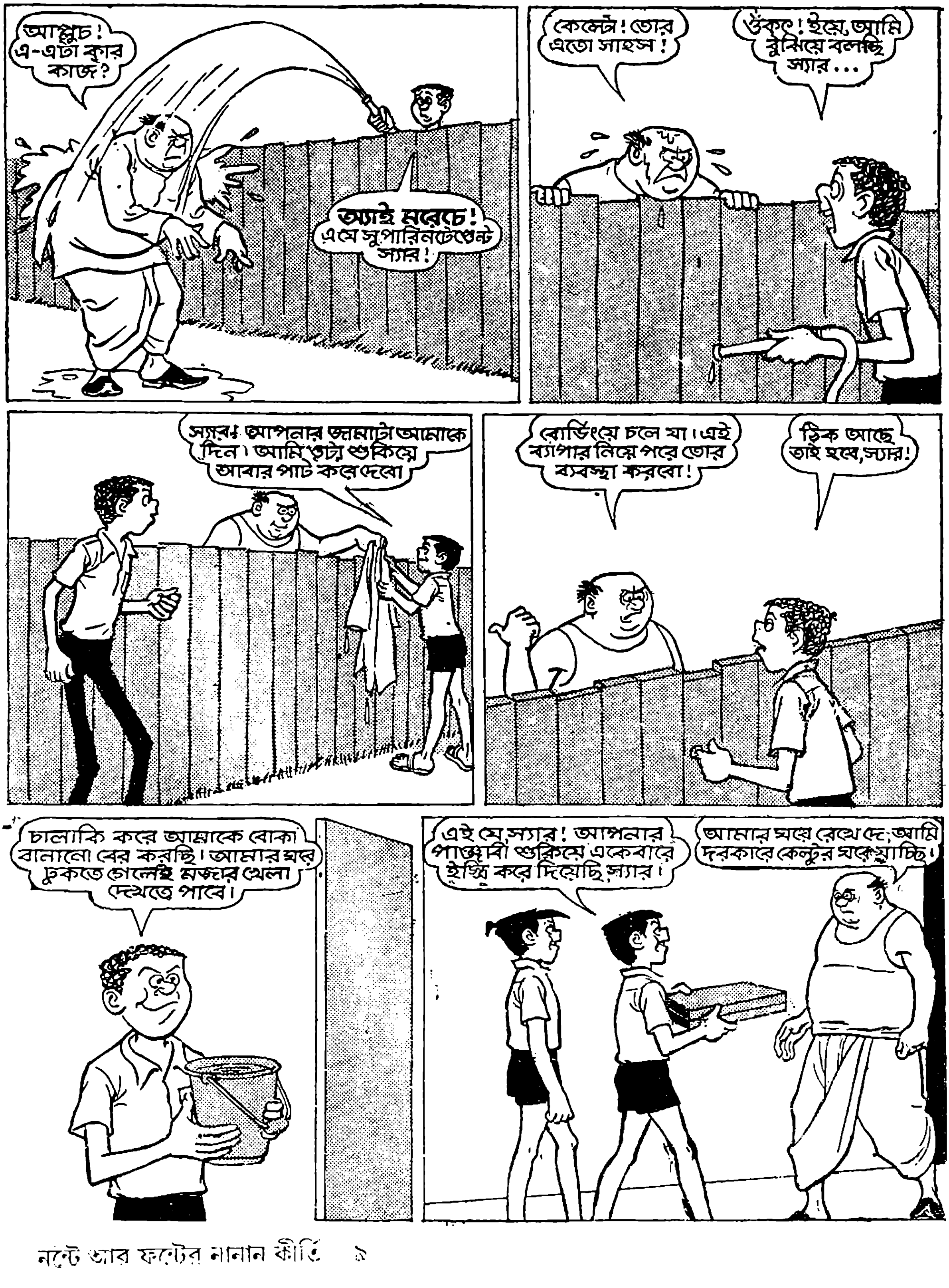

আপ্লুচ! এ-এটা ক্বার কাজ?
অ্যাই মরেচে! এযে সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার!
কেল্টে! তোর এতো সাহস!
ওঁকচে! ইয়ে, আমি বুঝিয়ে বলছি স্যার...
স্যর! আপনার জামাটা আমাকে দিন। আমি ওটা শুকিয়ে আবার পাট করে দেবো
বোর্ডিংয়ে চলে যা। এই ব্যাপার নিয়ে পরে তোর বব্যস্থা করবো!
ঠিক আছে তাই হবে, স্যার!
চালাকি করে আমাকে বোকা বানানো বের করছি। আমার ঘরে ঢুকতে গেলেই মজার খেলা দেখতে পাবে।
এই যে, স্যার! আপনার পাঞ্জাবী শুকিয়ে একেবারে ইস্ত্রি করে দিয়েছি, স্যার।
আমার ঘরে রেখে দে; আমি দরকারে কেল্টুর ঘরে যাচ্ছি।

কি ব্যাপার রে, নন্টে? স্যার কেল্টোর ঘরে যাচ্ছে!
চল, আমরা চুপি চুপি গিয়ে দেখি কি ব্যাপার!
হিঃ হিঃ! শিকার আসছে। আমি পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!
হিঃ হিঃ! কেমন জব্দ নন্ — ইরক! এতো ওরা নয়, এযে সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার!
প্লুচ!
কেল্টোটা নির্ঘাত আমাদের জন্যেই এই ফাঁদ পেতেছিলো বুঝলি নন্টে!
খুব বুঝেছি।
হতচ্ছাড়া, মর্কট, ছুঁচো! আবার আমার গায়ে জল ঢেলে রসিকতা —
স্যা-স্যার শুনুন —
চুপ! এটা তোর মুণ্ডুতে ঠেসে দিয়ে তারপর শুনবো!
তেজ দেখে মনে হচ্ছে স্যার কেল্টোর মাথায় বালতির টুপি পরাবেই!
সেই রকমই তো মালুম হচ্ছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এই ! তোরা বাইরের সার্শিগুলো ভালো করে ধোয়া মোছা কর গিয়ে।
ঠিক আছে স্যার। করছি।
চলো, কেল্টুদা ! কাজ শুরু করি।
আঃ ! তোরা যা। পেটটা ভয়ানক কামড়াচ্ছে! উঃ !
হাঃ হাঃ ! কাজে ফাঁকি দেবার মোক্ষম কায়দা হলো। পেট কামড়ানো। নন্টে আর ফন্টেটা সব সময় আমাকে জব্দ করে আজ আমি ওদের জব্দ করবো।
কেল্টোটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস?
যা বলেছিস। পেট কামড়ানোর ছুতো দিয়ে দিব্যি সরে গেলো।
কিছু পরে
দেখে আসি ওদের কাজ কতটা এগোলো।
তোরা দুজনে যে ? কেল্টু কোথায়?
ও বললো ওর নাকি ভয়ানক পেট কামড়াচ্ছে।

ওদিকে
সব ব্যাপারে আমাকে বেকায়দায় ফেলা এবার বের করছি। এটা দিয়ে দুটোকে একসঙ্গে ফেলবো।
এটা প্রায় হয়ে এসেছে এবার পরেরটা।
টুলের পায়াতে আটকেছে, এইবার হেঁইয়ো মারো টান!
ইঁরক!
হেঃহেঃ! কি রকম লাগলো রে নন্টে আর — ইক্!
মর্কট! ছুঁচো! বেল্লিক! কাজে ফাঁকি মেরে লগা দিয়ে লেঙ্গি মারা! এবার এই লগার ডগা দিয়ে তোর গলাটা ধরি তারপর দেখবি।
কেল্টো রং বাহার করে ফেলেছে।
বেচারা!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ওতে কি আছে রে নন্টে আর ফন্টে? দেখা না।
এখন নয়, পরে দেখাবো।
ঘরটা কেমন অন্ধকার লাগছে। আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও কেল্টুদা!
ক্লিক!
বলে কিনা পরে দেখাবো। আমিই তবে মজা দেখাচ্ছি। বারান্দার সব আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি।
ক্লিক!
ঠক! ঠক!
হিঃ হিঃ! এবার বাছাধনরা মজা টের পাবে।
দরজায় যে ই শব্দ করুক সে নির্ঘাত পালিয়েছে অত্র এ কি — এই ভর দিনে দুপুরে সমস্ত আলো জ্বালানো রয়েছে!
বাহ্! এ বদমাইশ ছেলেগুলো ওদের ঘরেও আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে!

নন্টে আর ফন্টে! তোরা কোন্ সাহসে এই দিনের বেলায় ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিস?
কিন্তু স্যার, এমনি আমরা কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না!
ঘরে তাহলে আলো আসছে না। তার কারণ তোদের সার্শির কাঁচে ময়লা জমেছে। যা করছিলি তা বন্ধ করে এখুনি বোর্ডিংস্কুলের জানালা সাফাই শুরু কর!
ভালো করে পরিষ্কার কর নন্টে আর ফন্টে। দেখিস, কোথাও যেন এতোটুকু ময়লাও না থাকে। হেঃ হেঃ!
এই নাও, কেল্টুদা। তোমাকেও সাফ করে দিলুম।
হুপ্পাস!
গ্লুবুস!
আমি তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবো নন্টে! আয় লড়ে যা!
মাথা গরম করো কেন কেল্টুদা! এই নাও মাথা ঠাণ্ডা করো।
ছ্যাপাত!
ওফ!

এর বদলা আমি নেবো দেখে নিস তোরা।
এবার আমরা ভালো করে সেই জিনিসগুলো দেখি গে চল্।
কাদা দিয়ে যা লিখে রাখছি, স্যার দেখলে রেগে একেবারে ফায়ার হয়ে যাবে, আর এটা ওদেরই কীর্তি ভেবে সেই ফায়ারের তাপে পিঠের চামড়া ট্যান করে দেবে।
একি! জানালার কাঁচ পরিষ্কার করতে গিয়ে এই সব করেছে! আচ্ছা, মজা টের পাওয়াচ্ছি!
কিন্তু, স্যার, ও আমরা করি নি!
নিশ্চয় করেছিস, তাই তোদের আবার সব সার্শি পরিষ্কার করতে হবে!
এ নির্ঘাত কেল্টোর কম্ম। চল্ তো ফন্টে, ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।
হ্যাঁ, চল্। এখন ওকে ঘরেতেই পাওয়া যাবে।
এই যে, কেল্টুদা। আমরা তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।
আমি চাই না। আমি কিছু করি নি। খবরদার আমার কাছে এগোবি না!

আয় তো ফন্টে. ওকে ধরে দুজনে বেশ করে দলাই মলাই করে দি।
ওরে বাবা! ওরা সত্যি সত্যি তেড়ে আসছে যে
বাঁচাও, বাঁচাও! মেরে ফেললে!
ঝনাৎ! ঝনন্!
অ্যাই মরেচে! আ-আমি কি এসব করলুম?
সব সার্শি ... ভেঙে এখন বাঁচাও বাঁচাও! এবার কে তোকে বাঁচায় একবার দেখি মর্কট!
কি-কিন্তু স্যার— উফ্‌স! উঃ উঃ!
... জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি, এখন তোমরা সারাদিন আলো জ্বালিয়ে রাখবে। তোমাদের সুপারিন্টেন্ বাবু সবাইকেই একথা বলে দিয়েছেন।
কেল্টো বোধহয় এখন পিঠে মলম লাগাচ্ছে। এই তালে আমরাও এই মডেল খেলনাগুলোকে জুড়ে ফেলি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেকটা বাড়ি থেকে হাত সাফাই করেছি, ফন্টেটা এসে ভাগ বসাবার আগেই নিরিবিলি এক জায়গায় বসে এটা সাবড় করি।
নন্টেটা মনে হচ্ছে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে— দেখতে হচ্ছে তো।
ঠিক জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছি। ও এদিকেই আসছে।
আরে- আরে!
তোকে একেবারে ক্যাচ আউট করে দিলুম নন্টে!
ওফ্!
ভালো চাস তো আমার কেক ফিরিয়ে দে বলছি ফন্টে!
হাফা হাফিতে যদি রাজি থাকিস তবে দেবো।
এমন সময়
উঃ! আর তো পারিনা!

তোমার কি হয়েছে বলতো বুড়ো?
তুমি ওরকম করছ কেন?
কদিন কিছু খাওয়া জোটেনি বাবারা! আর চলতে পারছি না।
নন্টে, এই নে তোর কেক। আমি ভাগ চাই না। পেটটা বড্ড কামড়াচ্ছে রে!
আমারও মাইরি! কি করি বলতো? কেকটা তাহলে—
—বুড়োকে দিয়ে দিই। ফেলে তো আর দিতে পারি না।
ঠিক বলেছিস ফন্টে! তাহলে বুড়োকে ডাকি কি বলিস? ও বুড়ো, দাঁড়াও!
এই কেকটা তুমি খাও বুড়ো!
বেঁচে থাকো বাবারা! তোমরা আমাকে বাঁচালে!
একটু পরে
আমি যেই বললুম পেট কামড়াচ্ছে অমনি তোরও কামড়াল।
বেশ করেছে কামড়েছে। তোর তাতে কি রে ছুঁচো? পেট কি তোর একলার?
খবরদার নন্টে! মুখ সামাল্‌কে!
খবরদার!
খবরদার ফন্টে! সাবধান!
খবরদার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমরা একটু ক্রিকেট খেলবো। স্যার নেই তাই তোমার অনুমতি চাইছি, কেল্টুদা! কোথায় খেলবো সেটা তুমি বলে দাও।
ভেরি গুড!
পাঁচিলের যে দিকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, ঐ দিকে খেলুগে যা।
খুব ভালো কেল্টুদা।
হিঃ হিঃ! ও পাশে বল পড়লে ধরে ফাটকে আটক রেখে দেবে।
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে বল পড়লে কি হবে রে ফন্টে?
কেল্টুকে প্যাঁচে ফ্যালা যাবে।
মরেছে! ওটা যে পাঁচিল টপকে পুলিশ সুপারের বাগানে গিয়ে পড়লো!
এবারে একেবারে ক্ষেপে যাবে, নন্টে। এর আগেরবার উনি শাসিয়েছিলেন, ওখানে বল পড়লে আর ফেরত দেবেন না।
ঘাবড়াস না, তোরা। আমি চুপচাপ গিয়ে ওটা তুলে নিয়ে আসছি।
আমি এটা রেখে দিচ্ছি। আর তোমাদের স্যারকে বলবে, দেয়ালের সামনে যেন ছেলেদের ক্রিকেট খেলতে না দেন। অন্যথায় খুব ঝামেলায় পড়বেন।

তুমি যেখানে সেখানে খেলতে বলেছো সেখানে খেলছি বলে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট শাসিয়েছে কেল্টুদা। বলেছে যে ওখানে খেলতে অনুমতি দেবে তাকে ঝামেলায় পড়তে হবে!
কি, একথা বলেছে, বলেছে এ কথা?
হ্যাঁ গো কেল্টুদা।
চল তো দেখি। আমাদের জায়গায় খেলবো, তাতে ওর কি। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে!
এঃ! এতো একটা সোজা বল, কেল্টুদা! তোমার আরো অনেক প্র্যাকটিসের দরকার।
ঝনাৎ! ঝনন!
কিসের শব্দ হলো র‍্যা?
পুলিশ ট্রেনিং সেক্টরের জানালার কাচ ভাঙলো বোধহয়।
বলের সর্বত্র তোমার আঙুলের ছাপ রয়েছে কেল্টুদা!
ওরে বাবা! ঠিক বলেছিস ফন্টে। আর ক্রিকেট খেলা নয়। চল, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ি।
আমি এখন কি করবো বলতো তোরা?
আমার একটা মতলব এসেছে কেল্টুদা। কিন্তু পরিবর্তে তোমাকে আমাদের দুজনকে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে।

একটু পরে
বলের চারদিকেই হাতের ছাপ রয়েছে। কাজেই খুব সাবধানে নিতে হচ্ছে!
কিন্তু ছাপগুলি একটু বড় হাতের, যা ঐ ছেলেগুলির হতে পারে না। কাজেই আমাকে ওখানকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে দুএকটি কথা জিজ্ঞেস করতে হবে!
কিন্তু
হুঁসিয়ার স্যার!
এর জন্যে দুঃখিত স্যার! আমরা গেটের কাছে এবার ফুটবল খেলছি, কারণ আপনি আমাদের আপনাদের দেয়ালের দিকে খেলতে মানা করেছিলেন।
ওসব যাক— বলটা কই, যেটা আমি আনছিলাম?
এই যে, স্যার! এটা জল কাদায় পড়েছিলো, তাই আমি শুকিয়ে পালিশ করে চকচকে করে দিয়েছি।
বোকা গর্দভ কোথাকার! তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেন্ট কোথায়?
তিনি নেই, তবে তাঁর প্রতিনিধি কেল্টুরাম আছেন।
কেল্টুরাম, আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে... বাঃ, কেউ এখানে নেই দেখছি!
হিঃ হিঃ!
গা ঢাকা দিয়েছে! যাবে কোথায়? কায়দায় পেলে ঠিক ধরবো।

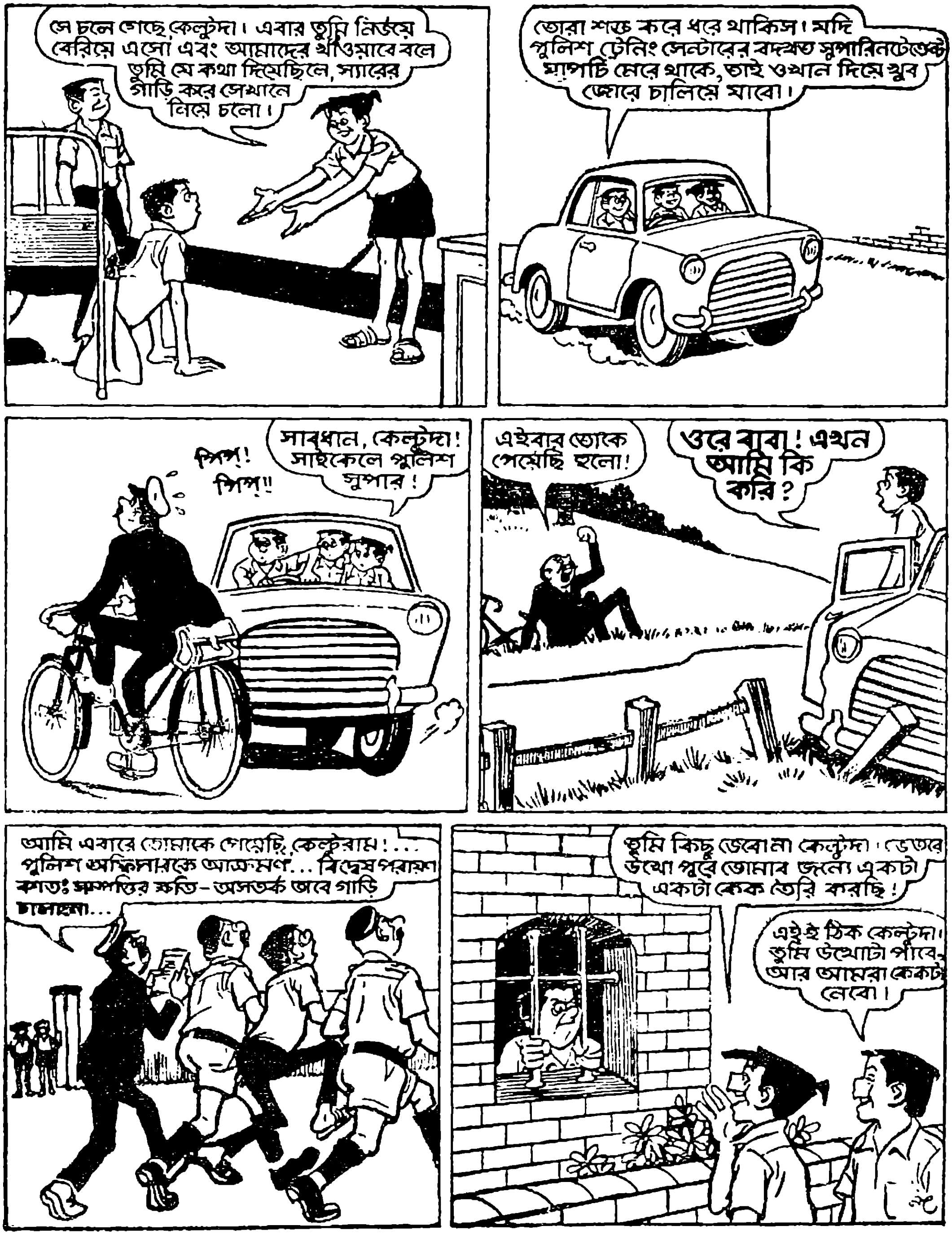

সে চলে গেছে কেল্টুদা। এবার তুমি নির্ভয়ে বেরিয়ে এসো এবং আমাদের খাওয়াবে বলে তুমি যে কথা দিয়েছিলে, স্যারের গাড়ি করে সেখানে নিয়ে চলো।
তোরা শক্ত করে ধরে থাকিস। যদি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের বদমেজাজি সুপারিনটেন্ডেন্ট ঝাঁপটি মেরে থাকে, তাই ওখান দিয়ে খুব জোরে চালিয়ে যাবো।
পিপ্! পিপ্!!
সাবধান, কেল্টুদা! সাইকেলে পুলিশ সুপার!
এইবার তোকে পেয়েছি হলো!
ওরে বাবা! এখন আমি কি করি?
আমি এবারে তোমাকে পেয়েছি, কেল্টুরাম!... পুলিশ অফিসারকে আক্রমণ... বিদ্বেষপরায়ণ ক্ষতি– সম্পত্তির ক্ষতি– অসতর্ক ভাবে গাড়ি চালানো...
তুমি কিছু ভেবো না কেল্টুদা। ভেতরে উখো পুরে তোমার জন্যে একটা একটা কেক তৈরি করছি!
এই-ই ঠিক কেল্টুদা। তুমি উখোটা পাবে, আর আমরা কেকটা নেবো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
একদিন সকালে
শরীরটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছে। নন্টে আর ফন্টেটাকে দিয়ে গা হাত পা টিপিয়ে নেবো, হেঃ হেঃ!
সুপারিনটেনবাবু আপনাকে বুলাইছেন, কালুবাবু!
চলো যাচ্ছি কিন্তু শরীরমে বহুৎ বেদনা হয়া!
হিঃ হিঃ! এবার ওদের দিয়ে অঙ্গসেবা করানোর মওকা পেয়ে গেছি! স্যারকে দিয়ে ওদের বলিয়ে নেবো।
একি রে কেল্টু! তুই ও রকম বেঁকে হাঁটছিস কেন?
স্যার! সারা শরীরে ভয়ানক ব্যাথা! সোজা হতে পারছি না। নন্টে আর ফন্টে যদি গা, হাত, পা টিপে দিতো তাহলে অনেক সুস্থ বোধ করতুম।
ঠিক আছে ওদের বলে দিচ্ছি আর আমি ওষুধও দিয়ে দিচ্ছি।
আচ্ছা, স্যার। তবে কয়েকদিন দলাই মলাই করলেই সিধে হয়ে যাবো!
সেইমতো
এই যে এসে গেছিস, নে এবার কাজ শুরু কর। দলাই মলাই করে আমাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।
ঠিক আছে. স্যারের যখন নির্দেশ তখন করতেই হবে।
এক ঘণ্টা পরে তুই রেস্ট নিবি, ফন্টে! তখন নন্টে শুরু করবি। তাহলে বেশ বিরামহীনভাবে দলাই মলাই চলবে আর তোদেরও পরিশ্রম হবে না!

…রঘণ্টা পরে
কেল্টুদা! এবার গায়ের ব্যাথা কমেছে তো?
সবে তো শুরু করলি। আটচল্লিশ ঘণ্টা পার না হলে কিছু বোঝা যাবে না।
আর তো পারা যাচ্ছে না মাইরি! ওকে সুস্থ করতে গিয়ে যে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়বো! এটা ওর ডড়াকি।
ওর এই বাঁকা রোগ সিধে করার একটা দাওয়াই মাথায় এসেছে।
আরো দুঘণ্টা পরে
বাঃ! বেশ ঘুমের আমেজ আসছে নন্টে! এবার তুই মাথাটা বাগিয়ে দে ভালো করে।
ঠিক আছে কেল্টুদা। তুমি যা নির্দেশ করবে তাই হবে।
ওরকম খামচাচ্ছিস কেন? বেশ মোলায়েম করে দে।
এক জায়গায় দিচ্ছিস কেন? মাথার এদিকে হাতটা নিয়ে—
ইর্‌র—
— র্‌র্‌ক্‌!
খ্যাঁক খ্যাঁক!
ওরে বাবা রে! খেয়ে ফেললে রে!
তাজ্জব! সকালে যে বেঁকে ছিলো এর মধ্যেই সে বুক চিতিয়ে ছুটছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শুবলেদের সঙ্গে বিকেলে ব্যাডমিন্টন ম্যাচ আছে, ভুলে গেছিস নাকি?
নারে! আজ স্কুল বন্ধ, তাই একটু দেরী করছিলাম।
ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিই চল্।
হ্যাঁ, প্রাইজটা জিততেই হবে।
কপাৎ!
এটা কি হলো কেল্টুদা!
কি আবার হবে! খেলা বন্ধ হয়ে গেলো। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। স্যার তোমাদের ডেকেছেন।
শোনো! পাশের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের সুপারিনটেণ্ডেন্ট উটকো কাজের জন্যে আমার কাছে কিছু ছেলে চেয়েছিলেন। আমি তাকে কথা দিয়েছি, তোমরা দুপুরে ওঁর কাছে যাবে।
আমি আজ থাকবো না, কেল্টুই সব দেখাশোনা করবে।
কিন্তু স্যার, আজ যে আমাদের ছুটির দিন।

আমার সঙ্গে আয় নন্টে, একটা মতলব মাথায় এসেছে।
অফিসের টাইপ রাইটার দিয়ে কি করছিস রে?
অকারণ পরিশ্রমের হাত থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি!
এটা শোন, নন্টে. আমি এর কথা এমনভাবে সাজিয়েছি যে, এতে সইয়ের কোন দরকারই নেই — আমাদের স্যার খুবই কৃতজ্ঞ থাকবেন, যদি দুপুরের কাজ থেকে নন্টে আর ফন্টেকে রেহাই দেওয়া হয়। কারণ ওদের অন্য কাজের জন্যে প্রয়োজন!'
দারুণ!
নন্টে আর ফন্টেকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তোমরা যাও, এখন অন্যেরা শোন, তোমাদের কি করতে হবে বলছি।
পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার
ধন্যবাদ, স্যার!
এই যে, কেল্টু। ছেলেরা বেশ ভালোই কাজ করছে, আর তোমাদের সুপারের নির্দেশ মতো নন্টে আর ফন্টেকে ছেড়ে দিয়েছি।
নির্দেশ? না, না, স্যার ওরকম কোনো নির্দেশ দেন নি। ওরা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে!
ঐ যে, স্যার, চলুন ওদের পেছনে। ওরা যেন পালাতে না পারে!

যাও, দুজনে
পুলিস সেন্টার অপরাধে ব্যবহৃত জিনিসের সংগ্রহশালা
এই, নন্টে, এই সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর ইউনিফর্মটা একটা মতলব জুগিয়েছে!
এটা দেখে আমারো একটা আসছিলো ফন্টে!
আমি এই টুপিটা শুধু একবার ধার নেবো!
আবার টাইপরাইটারের চিঠি ফন্টে?
হ্যাঁ, এটা অবশ্য কেল্টোর জন্যে।
এটা আমি এখন ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলুম। আমাদের কাজ শেষ করে যাবার সময় তুলে নিয়ে যাবো, নন্টে।
তুই গিয়ে এই চিঠিটা কেল্টোর টেবিলে রেখে দে, নন্টে। আর আমি এটা নিয়ে শহরে যাবো।

শোন, তোরা। এই চিঠি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পাঠিয়েছেন। তিনি তোদের কাজে বেজায় খুশি হয়ে তোদের একটা ভোজ দিতে চান, তাই তোদের শহরের বিখ্যাত 'খাচ্চিখাবো' রেস্তোরায় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, আর ইয়ে আমিও যাবো নিঃসন্দেহ হতে যে, তোরা কোন বাঁদরামি করবি না।
ওঃ ইয়াঃ!
আহ্, ঐ যে তাঁর টুপি, তার মানে এটাই আমাদের টেবিল। আমার মনে হচ্ছে ওঁর ফিরতে দেরী হবে না তাই আমরা বসে পড়ে খাবারের অর্ডার দি।
আমার মনে হয় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়িই ফিরবেন, কি বলিস, ফন্টে?
তিনি নিশ্চয়ই বেশী দূরে যান নি, কেল্টুদা। মনে হচ্ছে তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছেন।
এই তোরা চলে যা। ওয়েটার, পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যিনি ওখানে বসেছিলেন, এই যে যাঁর টুপি তিনিই বিল মেটাবেন!
অ্যাঃ? আজ এখানে কোন পুলিস অফিসার আসে নি:
কি বাজে বোকছো! পুলিস সেন্টারে ফোন করো ওরাই তোমাকে বলবে।
আমি এখুনি করছি—কিন্তু আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়বে না!
স্কাউনড্রেল, মর্কট, কেল্টু! কোন সাহসে তুই আমার নাম আর পদমর্যাদা ভাঙ্গিয়ে তোর চেলাদের ভোজ খাইয়েছিস! এখুনি টাকা মিটিয়ে দে না হলে অ্যারেস্ট করা হবে!
ওরে বাবারে! পুলিসে ধরলে রে!
টুপির খেলা কেমন জমেছে রে নন্টে?
বরফ!